কৃপাবিন্দু

কৃপা-বিন্দু

গুরু-শিষ্যা পত্রাবলী

শ্রীশ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী মাতাজীর অনুমতি-ক্রমে
তাঁহার লিখিত ভূমিকা-সহ সত্য-সঙ্ঘ-কর্তৃক
প্রকাশিত

সত্যব্রত মঠ
জামতাড়া, (সাঁওতাল পরগণা
ই, আই, আর, মেন্-লাইন
১৩৩০

ভিক্ষা ।০

ওঁ নমোনারায়ণায়

প্রণতি

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো।
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

বন্দনা

বন্দেহং সত্যব্রতম্। ভেদাতীতং শ্রীমদ্গুরুম্॥
নিত্যং পূর্ণং নিরাভাষম্। স্বাত্মসংস্থিতম্॥

পূজা

হে সনাতন ধর্ম্মরক্ষক গুরো! হে সত্য! তোমারই রোপিত মুক্তি-বীজ, তোমারই আশীর্ব্বাদ-বারি সিঞ্চনে আজ নব কুসুমিত। সর্ব্বজীব হৃদয়েশের পূজার জন্য এ আয়োজন তোমারই। এইবার তুমি স্বকীয় মহিমায় আপনার পূজা আপনি গ্রহণ করিয়া প্রীত হও। তোমাতে বিশ্বের প্রীতি হউক!

এই পুস্তিকার প্রাপ্তিস্থান—

সত্যব্রত মঠ

জামতাড়া।

শ্রীমান্ প্রাণকৃষ্ণ নন্দন এই পুস্তক-মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় ভার বহন করিয়া সত্য-সঙ্ঘের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

২। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ নন্দন
৩২নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভূমিকা

এ জীবনের প্রথম ভাগে এক অজ্ঞাত অচিন্ত্য বস্তু পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া, দেব-দেবী মানবের নিকট কত কাতর প্রার্থনা করিয়াছি। সংসারের সমস্ত পদার্থই অসার, আত্মীয় স্বজন সকলই পর, বলিয়া তখন বোধ হইয়াছিল। সম্বন্ধ-ময় জগতে থাকিয়া আমার মনের গতি সম্বন্ধ ছাড়াইয়া কেবলই ধাইত। জগৎসংসারের কিছুই আমার ভাল লাগিত না, কোন্ এক অজানা দেশের অজানা বস্তুর লাগি প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত। প্রাণের সে শূন্যতা, হৃদয়-বিদারক সে বেদনা, আমা-হেন বিদ্যা-হীনার পক্ষে বর্ণনাতীত; যাঁর দেওয়া এ ভাব একমাত্র তিনি তাহা জ্ঞাত; লোক সমাজে তখন অন্তঃসলীল হইয়া তাহা মানুষের অগোচরে বহিয়া চলিয়াছিল।

এই অবস্থায় একদিন পরম শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীমৎ সত্যব্রত সরস্বতী স্বামীজীর দর্শন পাইলাম। সে দিনের অপূর্ব্ব মহিমা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। তখন আষাঢ় মাসের শেষভাগ, বর্ষাতে ধরণী শিক্ত কিন্তু আমার মন-প্রাণ সেই বস্তু পাইবার ব্যর্থ প্রয়াসে মরুভূমির মত শুষ্ক উত্তপ্ত। ঘনীভূত বিষাদে আমার হৃদয় সমাচ্ছন্ন। আহা, তাঁর কি করুণা! সেই গুরুদেবকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া লাভ করিতেই, যেমন অরুণোদয়ে পৃথিবী উত্তরোত্তর আলোকিত হয়, আমারও আঁধার জীবন সেইরূপ ক্রমে ক্রমে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। যেন সেই অজানা দেশের কোন্ মহান্ পুরুষ এত দিনের বাঞ্ছিত বার্ত্তা আমাকে দিতে আসিয়াছেন, যেন সেই অজানার পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত

করিয়া নিজালয়ে আমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন,—এমন কত কি ভাব সে সময়ে মনে উদয় হইয়াছিল। যে আশা কখনও জাগে নাই, যাহা আসিবে বলিয়া কখনও ভরসা হয় নাই, সহসা সেই আশা-ভরসার উৎসাহে উদ্যমে যেন মন তোলপাড় হইতেছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা, তবু নিত্য নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়।

স্বামীজী শ্রীচরণ তুলিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। আহা, সে কি অপরূপ মধুময় রূপ! ঘন-মেঘ-বরণ, কমল-নয়ন যুক্ত ভ্রূযুগল, সহাস্য ওষ্ঠাধর, মুক্তাভ শুভ্র দন্তপাতি, উদার ললাট, ব্রহ্মচর্য্য-মাধুর্য্য-বিভাসিত মুখশ্রী। কিবা সে রক্তিম অর্দ্ধচন্দ্র-নখাগ্র-শোভিত সুকোমল চরণযুগল, কিবা সে আকাশবৎ বিশাল বক্ষস্থল—আপাদমস্তক যে কান্তি দেখিলাম তাহা এ বিশ্বের নয়—দেখিতে দেখিতে সেই অজানা দেশের আনন্দে মন-প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুরাণী (তিনি এই সম্বোধন করিতেন) আপনি কি চান?" আমার কত কি বলিবার থাকিলেও কিছুই বলিতে পারিলাম না। পরে, যেন আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সন্ন্যাস চান? বলেন, তাহাও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভার আপনার উপর। নিজেকে বিচার করিয়া বলুন, আপনার সন্ন্যাসের অবস্থা হইয়াছে কি না।" আমি কিছুক্ষণ নিরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"স্বামীজী! জীবের কোন্ অবস্থায় সন্ন্যাসের অধিকার জন্মে?" গুরুদেব বলিলেন—"বিষয়-সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে নাশ হইলে তবেই সন্ন্যাসের অবস্থা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।" আমি বলিলাম—"দয়া করিয়া আমায় কিছু সময় দিন, সন্ন্যাসের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি কি না ভাবিয়া দেখি।"

গুরুদেবের দর্শন লাভের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই আমি সন্ন্যাস লইবার

জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম। যাই, যাই, পালাই, পালাই, এইরূপ একটা ভাব আমাকে সারাক্ষণ উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিত। এখন, স্বামীজীর কথায়, সময় লইয়া, ভাবিতে লাগিলাম। নিজেকে বিচার করিয়া দেখিলাম, এখনও আমার মধ্যে কত সংশয়, কত বাসনা, কত ত্রুটি। নিজেকে দেখিলাম, আর লজ্জিত হইলাম। যদি অবস্থা বিবেচনা করিবার ভার আমার উপর না দিয়া গুরুদেব আমায় নিজের মুখে বলিয়া দিতেন যে আমার সন্ন্যাসের অবস্থা হয় নাই, তাহা হইলে আমাকে ঠিক পথে সামলাইয়া রাখিতে পরে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত। জ্ঞানীর পক্ষে এক কথাই যথেষ্ট, কিন্তু অজ্ঞানীকে বুঝাইতে হইলে নানা উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সে যাহা হৌক, গুরুদেবের নিকট যখন পুনরায় উপস্থিত হইলাম তখন তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম—"আমি সে বিষয়ে ভাবিয়া দেখিলাম. আমি সে অবস্থা হইতে এখনও অনেক দূরে। কিন্তু আমি জন্মাবধি যাঁকে পাইবার জন্য চাতকিনীর ন্যায় তৃষিতা রহিয়াছি তাঁর অমৃতবিন্দু হইতে একবিন্দু দানে আমায় তৃপ্ত করিবেন?" তিনি বলিলেন—"সে জন্য ভাবনা কি, মা? তাঁর দয়া হইলে ও-সব দোষ কোথায় পালাবে, টেরও পাবেন না। আপনাদের সাধন-সম্পদ আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে, সে-সকল গ্রহণ করুন। আপনি যাঁকে চাচ্ছেন তিনি ত স্বয়ং রস-সিন্ধু.তিনি যে আমাদেরই, আমরাও যে তাঁর!"

তাঁর অযাচিত দয়ায় গুরুদেব যে যে সাধন প্রণালী প্রদান করিলেন তাহা আমি নতশিরে তৃপ্ত অন্তঃকরণে গ্রহণ করিলাম। পরে, তিনি দেশান্তরে থাকার কালে তাঁহার পত্রগুলি আমার নৈরাশ্যের মধ্যে শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া আমার জীবন ধন্য করিয়াছিল। গুরুদেব দীন-হীন ভাবে আমাদের নিকট নিজেকে প্রকাশ করিতেন; পত্রাবলীরও স্থানে স্থানে সে ভাব দেখা যায়; তাহাতে যেমন তাঁহার নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইত.

তেমনি আমাদেরও অহং নাশ হইত। তাঁর যে সকল বাক্য আমার নিজের জীবনে সত্যরূপে উপলব্ধি করিয়া ফল পাইয়াছি, তাহাই সাধক-সাধিকার সহায়তা-কল্পে এই পুস্তিকায় প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প হইল। ইহাতে যদি কাহারও উপকার বা আনন্দ লাভ হয়, তবে তাঁহারই জয় হইবে,--আমিও ধন্য হইব। ওঁ সত্যমেব জয়তে! ইতি—

চিন্ময়ী

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! অদ্য ৩রা শ্রাবণ নিরাপদে আসিয়া এখানে পৌঁছিয়াছি। আরও কয়েকদিন যদি থাকিয়া আপনাদের সহিত আলোচনা করা যাইত, তাহা হইলেও বাসনার তৃপ্তি হইত না। কারণ তাঁর কথা অনন্ত, তাঁর নাম অনন্ত, অনন্তকাল ধরিয়া তাঁর নামের, তাঁর গুণের, কেহ শেষ করিতে পারে নাই। এবং যেহেতু ভগবান, ভক্ত, ভাগবত, একই কথা; গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, একই কথা; সেইজন্য ভক্তদেরও সীমা নাই, আপনারাও ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত। তবে যে কয়দিন আপনাদের সহিত আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাই এ সকল হতভাগ্যদের পক্ষে যথেষ্ট—ইহাও ঠাকুরের দয়া। মণিরত্নাদির মধ্যে যেমন কোহিনূর শ্রেষ্ঠ, আপনাদের সহিত আলাপও জীবনের সকল আলাপের, সকল সঙ্গের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁর কাছে বলিবেন ও দেখিবেন যেন তাঁর দয়ার ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ এদিকে, এসব কাঙ্গাল-দের ভাগে, এক-আধ-ফোঁটা পড়ে। এ সকল সাধু-বেশীদের ভক্তি নাই,—তবে তাঁর কেহ প্রিয়ভক্ত যখন তাঁহার ঠাকুরের কাছে আত্মনিবেদন করে, ইহারা শুধু দূর হইতে তাহাই দেখে, এবং আশা করে যে, যে রশ্মিচ্ছটা ঠাকুরের নিকট হইতে আসিয়া তাঁহাদের কপালে পড়িয়াছে তাহারই দুই একটি যদি কখনও প্রতি-ফলিত হইয়া মাথায় আসিয়া লাগে,—শুধু এইটুকুতেই ইহারা ধন্য মনে করে। ইহারা এত দূরে।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্?
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্?
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্?
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্?
বিরম বিরম কিং তপস্যাসু বৎস!

অর্থাৎ—হরির আরাধনা করিতে তপস্যা ইত্যাদির দরকার কি? আবার আরাধনা না করিলেই বা তপস্যার দরকার কি? অন্তরে বাহিরে যদি হরি নাই থাকে, তাহা হইলেই বা তপস্যার দরকার কি? বৎস, ক্ষান্ত হও, তপস্যার দরকার নাই, ইত্যাদি। এবং পরে আছে যে, (নারদের প্রথম সাধনকালে তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিল তার সার মর্ম্ম)—বৎস! যাও মহাদেবের নিকট যাইয়া ভক্তি শিক্ষা করিয়া আসিয়া তারপর সাধনা কর। ভক্তিবিহীন সাধনা এবং রসবিহীন চর্ব্বিত আখের ছোব্ড়া একই কথা। এই সকল দীন দুঃখীর ঐ আখের ছোব্ড়াই সার। হিংসা করিতেছি না, শুধু দয়া রাখিতে বলিতেছি। যেন দৈবক্রমে তাচ্ছিল্যে এ সকল জীবও এক-আধ-ফোঁটা পায়। বহু পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি ছিল, তাই আপনাদের সঙ্গ হইয়াছিল। আপনাদের এত আত্মীয় বন্ধুর মত মনে হইয়াছে—আশ্চর্য্য! যত ভাবি, অবাক্ হই।

সকালে নিদ্রা-ভঙ্গ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ভাবনা প্রথমে মনে উদয় হয় সেইগুলিই দিবসের প্রধান সংস্কার। তাহা ভাল হইলে বাড়ান উচিত, মন্দ হইলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যজ্য। সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম—শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নিকট বিশুদ্ধ প্রেমের জন্য প্রার্থনা করা। ব্যাকুলতা না হইলে সাধক ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। এত ব্যাকুল হইতে হইবে যে, তাহাতে সমস্ত সংসার লোপ পাইয়া শুধু ভগবানের চিন্তাই প্রবল হইবে—অন্য কিছুই মনে

থাকিবে না। ভগবান ব্যতীত অন্য যাহা কিছু মনে আসিতে চাহিবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া দিয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহে ভগবানের বিষয়ে চিন্তা, বা নাম, বা জপ করিতে হইবে। কায়মনোবাক্যে ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুর ইচ্ছা বা চেষ্টা না হয়, দিবারাত্র কোন সময়েই যেন ভগবৎচিন্তার বাধা না হয়। হয় ধ্যানে, নয় জপে, নয় নামে, অথবা তৎসম্বন্ধীয় ক্রিয়া-কর্ম্মে, চিন্তায়, সৎপুস্তক পাঠে, সৎসঙ্গে অতিবাহিত হয়, অন্য কোন চিন্তা বা ইচ্ছা যেন না আসে।

লৌকিক আচার-ব্যবহার অমান্য করিতে নাই, কারণ তাহাও ঠাকুরের ব্যবস্থা। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত গাছের পাতাও নড়ে না। সুতরাং মন খুলিয়া আরও একটু আলাপ যে হয় নাই, সেজন্য কোন দুঃখ হওয়া উচিত নয়। বস্তুতঃ তাহার দ্বারা আমাদের পরস্পরকে বন্ধুর মত ভাবিবার কোন ব্যাঘাত হয় নাই,—ব্যাঘাত হইয়াছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, প্রকাশ্য আলাপে। যাহাই হৌক, তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হৌক। স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রাণিধান, নির্জ্জনবাস, ও নিতান্ত অন্তরঙ্গ না হইলে ভাবগোপন, এই কয়েকটী কথা খুব ভাল লাগে। আপনিও পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, ভাল লাগে অভ্যাস করিবেন।

অত্র কুশল, আপনার নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার চিঠি পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। আপনার বাণী আমাদের নিকট বেদবাক্য বলিয়া মনে হয়। আশা করি, আপনার বাক্যে ক্রিয়া-কর্ম্মাদি এবং সর্ব্ব অবস্থায় আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া উঠিবে। দয়া করিয়া বাসনা পূরণ করিলে ধন্য হইব, এবং আশা করি, এ অশান্তির হাত

হইতেও নিস্তার পাইব। আমার শতকোটী ভক্তিপূর্ণ প্রণতি গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! আপনাদের বলিবার আমার কি আছে, তবে তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর হাতে, যেরূপে ব্যবহার করেন। তাঁর ইচ্ছায় তিনি যদি যথার্থ পাত্রে পরিবেশন করান, অভুক্ত ফিরাইবেন কি? সব তাঁর দয়া, আপনারাও তাঁর প্রিয়, আপনাদের দয়া হইলে তিনিও মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

তাঁকে এমনভাবে ভাবিতে হইবে,—কার্য্যদ্বারা, বাক্যে, মনে, সকল সময়ে, সকল অবস্থায়, তাঁকে না ছাড়ি; সুখ হোক, দুঃখ হোক, স্বর্গে থাকি, নরকে যাই, তাঁহার মোহন মূরতি যেন আড়াল না পড়ে। তৈলধারার মত অবিচ্ছেদে যেন ভক্তিরাশি, বিপুল প্রেমের ধারা, ঝরিয়া পড়িতে থাকে, তাঁর ধ্যান, তাঁর জ্ঞান, তাঁরই কাজে, তাঁরই সেবায়, তাঁরই পূজায়, তাঁরই নামে, তাঁরই গানে, যেন সমস্ত কাজ, যেন সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভরিয়া উঠে; শরীর যেন তাঁকে ছাড়া আর কাহাকেও গ্রহণ না করে, চিহ্ন না নেয়। বাক্য যেন তাঁর কথাই বলে, মন যেন তাঁর কথাই ভাবে; তিনি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই; তিনিই পূর্ণরূপে, পূর্ণভাবে, বিশ্ব নিখিল পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, একথা কখনও যেন ভুল না হয়।

অশান্তি কখন আসিবে? সময় কোথায়? মন যদি বিষয়ের বাহিরে, অনেক উপরে, সেই আনন্দময়ের আনন্দ-জ্যোতিঃ-সাগরে আনন্দের রসে ডুবিয়া থাকে, অশান্তির সাধ্য কি, মা, তাকে স্পর্শ করে? যে মন দিয়া তাঁর চিন্তা করি, জীবন-মন যাঁহার চরণে দিয়াছি, তাহা

আর যেন অন্য কাজে অর্পণ না করি। যাহা তাঁহাকে দিয়াছি তাহা যেন তাঁহারই থাকে, আবার যেন ফিরাইয়া না আনি। তাঁহার আসনে যেন আর কাহাকেও জায়গা না দিই। প্রাণ তাঁকেই যেন সমর্পণ করিতে পারি। এরূপ বল হওয়া চাই, ভরসা থাকা চাই।

তাঁর কাজে যেন আলস্য না হয়, জড়তা না আসে। সময় হইলে আলো আপনি ফুটিয়া উঠিবে। কাঁটার আগা কারও সরু করিয়া দিতে হয় না। সব ঠিক হইয়া যাইবে। কিসের অশান্তি, কিসের অবসাদ, কিসের মায়া, কিসের মোহ, আমরা যে তাঁর, তিনি যে আমাদের বন্ধু।

লক্ষ্য রাখিতে হইবে আমার দ্বারা কেহ যেন উদ্বিগ্ন না হয়, আমিও যেন কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন না হই। তিনি নিজে যাহাদের ভার আমাদের উপর দিয়াছেন তাঁদের যেন অযত্ন না করি, এ যেন তাঁরই কাজ, তাঁরই কর্ত্তব্য-নিয়ম, তাহা যেন ভুল না হয়। গীতায় আপনাদের ৺ঠাকুরের কথা স্মরণ করুন। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৮॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯॥

শ্লোকের অর্থ হ'ল এই যে,—

তুমি নিয়ত অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই ভাল। বিশেষতঃ কর্ম্মশূন্য হইলে তোমার দেহ-যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না॥ ৮॥

বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে এই লোক

বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয়, অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি বিষ্ণু-প্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে যেরূপ কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন ঐরূপ কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, তাহা হইলে শান্তিলাভ হইবে। এতে কোন সন্দেহ নাই।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া বিমলানন্দ লাভ করিলাম। কোন্ কোন্ সময় সাধনায় বসিবার প্রশস্ত সময়, দয়া করিয়া জানাইয়া বাধিত করিবেন। আপনার নিত্যকুশল প্রার্থনা করি। ভক্তি প্রণতি গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

প্রথম অবস্থায় ক্রিয়াকর্ম্মের পক্ষে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায়, অর্দ্ধরাত্রে, প্রশস্ত। রাত্রি চারিটার সময়ে উঠিয়া, স্নান ইত্যাদি সারিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া, সুস্থমনে শান্তভাবে ক্রিয়াকর্ম্ম করিবেন। নিশ্চিন্ত হইতে না পারিলে কাজ ভাল হয় না, ফল হয় না। দ্বিপ্রহরে সংসারের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া, বেশ সুস্থ হইয়া সাধনায় বসিতে হয়। এই সময়টা আসনে বসিতে একটু কষ্ট হয়, কারণ কর্ম্মে শরীর ক্লান্ত হয়; তারপর বসিতে বসিতে অভ্যাস হইয়া গেলে আর কষ্ট হইবে না। সন্ধ্যার সময়ে, অথবা পরে একান্ত সময়ে, যথাসম্ভব ক্রিয়াকর্ম্ম করা উচিত। অর্দ্ধরাত্র সময়টা সব সময় অপেক্ষা ভাল। সকলের খাওয়া-দাওয়া মিটিয়া গেলে, নিশ্চিন্ত হইয়া একটু বিশ্রাম করিয়া

বসিয়া গেলেন, আর কোন ভাবনা নাই, অতি নির্জ্জন চুপচাপ্; এই সময় ডুব দিবার অতি সুন্দর সময়। যদি নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, দিনে বরং খানিকটা সময় ঘুমাইয়া লইবেন,—দোষ নাই। ছয় ঘণ্টা ঘুমাইলেই যথেষ্ট। তাঁকে পাবার জন্য যে চেষ্টা বা কৌশল, তাতে দোষ নাই—নতুবা ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় দিবানিদ্রা অনিষ্টকর।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গুরুদেব! মন কেবল ছটফট করে, এ সকল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। সর্ব্বদাই যেন মনে হয় এ বিশ্ব-সংসার দুঃখেই ভরা। আর কি লিখিব। আপনার শ্রীচরণ কুশল প্রার্থনা করি। আমাদের ভক্তি অর্ঘ্য গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! ছটফটানি বেশ, তবে সে ছটফটানি তাঁকে ছাড়িয়া নয়, তাঁকে ধরিয়া হওয়া চাই। ত্যাগী হইয়া বাহির হওয়ার জন্য ছটফটানি কেন? ও-সব সময় হইলে আপনিই হইয়া যাইবে। কান টানিলেই মাথা আসে। গোড়া কাটিতে থাকিলে গাছ আপনি পড়িয়া যায়। সব কাজ সুনিয়মে, যত্নের সহিত করিতে থাকুন। অনবরত তাঁর সঙ্গে চিন্তায় বাস করুন। অষ্টপ্রহর তাঁকে সঙ্গী করিয়া, প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা বলিতে থাকুন, সব সুন্দর হইবে, সব শান্তি হইবে। আপনি হয়ত ভাবিতেছেন, আমরা সংসার-ত্যাগ করিয়াই বুঝি সর্ব্ব-ত্যাগী হইয়াছি—তাহা নহে। অনেক খাটিয়া তবে কিছু পাওয়া

গিয়াছে। তাঁর জন্য ছটফটানি খুব থাকুক। আপনারা তাঁর জন্য পাগল হইয়া যান ; এতে আমার দিন দিন আনন্দ বরং বাড়িবে। আপনাদের তাঁকে পাবার জন্য যন্ত্রণা দিনে দিনে বাড়ুক। আমি তাহাই চাই। আশীর্ব্বাদ করি তিনি আপনাদের তাঁর প্রেমে পাগলই করিয়া দিন।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব ! আপনার চিঠি পাইয়া অতিশয় সন্তোষলাভ করিলাম। মনটাই সব তাঁর পদে অর্পণ করিতে পারিতেছি না। চেষ্টা করি হয়ে উঠে না। উপায় কি ? দয়া করিয়া জানাইবেন। আপনার কুশল প্রার্থনা করি। আমার কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা ! মনটা সব না দিলে কি হয় জানেন ? কুলটা হয় ! তাঁকে ব্যতীত অন্য পদার্থ চাহিলেই তাহাকে কুলটা বলে। কুলটার স্বামী লাভ হয় না। যত কিছুই করুন না কেন, যেন সব কাজের মধ্যে তাঁর কাজ হইয়া উঠে। যত রকম অবস্থা থাকিতে পারে, সব যেন তাঁর দিকে ধায়। সব কাজগুলি যেন দড়ি, কর্ম্ম যেন জাল-খানা। আর সেই পরম পদার্থ যেন মাছ। দড়ি কমাইয়া টানিয়া আনার (কাজ করিয়া যাওয়ার) উদ্দেশ্য জাল তোলা, জাল তোলার উদ্দেশ্য মাছ ধরা। সব কাজ যেন ঐরকম উদ্দেশ্যে হয়। সকল কাজেই যেন তাঁর দিকে টানিতে থাকে। আপনারা পাগলামী করুন দোষ নাই, তবে ধীরে ধীরে, গোপনে, সাধন বিষয়ে লোকে

যেন না জানিতে পারে। মহান উদ্দেশ্যের কার্য্য এমনভাবে করিতে হইবে 'মন জানে আর আমি জানি' অন্যে যেন না জানে। মা, বাহিরে লোক দেখান কিছু নয়,—অতি গোপনে। একবার যদি কিছু লোকে জানিতে পারে তবে সব পণ্ড হইয়া যাইবে, সাধন ভজন সব চুলায় যাইবে। আমি ঐ ভয়ে এখনও লুকাইয়া থাকি, পলাইয়া বেড়াই,—পাছে লোকে মাথা খায়, মান চাহিয়া বসি। যশ, মান, সব সাধনার অন্তরায়। মনের উদ্দেশ্য যত ঢাকা রাখিয়া কাজ করা যাইবে, উদ্দেশ্য তত সুসিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। লক্ষ্য ধরিয়া কাজে অগ্রসর হইতে থাকুন; যাহা সত্য তাহা আপনি ধরা দিবে—কোন সন্দেহ নাই।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

প্রণাম পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। সমাজের মধ্যে থাকিয়া সাধন ভজন করিতে গেলে কত লোকের কত রকম কথা শুনিতে হয়। মনটা যেন নিরুৎসাহ হইয়া যায়। কি উপায়ে এ সকলের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়? আপনি উৎসাহ দানে বাধিত করিবেন। কুশল প্রার্থনা করি। শত কোটী প্রণাম লইবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! লোকের কথা শুনিলে কাজ হয় না। যাহা কর্ত্তব্য, কারও মনে দুঃখ না দিয়া করিয়া যাওয়াই উচিত। লোকের কথায় মনের দুর্ব্বলতা আনা উচিত নয়। মনকে প্রস্তুত করাই সাধনা। কাঁটার

জন্যই জুতা পায়ে দিতে হয়। জুতা প্রস্তুত করাই সাধনা। দুনিয়ায় কাঁটা চিরকালই থাকিবে। ঘরে বাহিরে সব জায়গায় কাঁটা। তাঁহার রসে ডুবিয়া যান, ঘর বাহির সব এক হইয়া যাইবে। তাঁর ভাবে যে যত ডুব দিবে সে তত সুখ পাইবে; ভাসিয়া সুখ নাই, ডোবাই সুখ—অনবরত ঐ নাম এবং নামের রসের ধারায় ডুব।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। মনের মধ্যে কত কি উদিত হইতেছে,—কত সংশয়, সন্দেহ; এমন কি, মনে হয় কাজকর্ম্ম সব ছাড়িয়া দিই। এ সব কেন হয়? দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। শরীরও অসুস্থ, পরিশ্রমও যথেষ্ট করিতে হইতেছে। এই সব নানা রকম কত কি, আর কি লিখিব। কুশল প্রার্থনা করি। ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! সাধনার প্রথম অবস্থায় অনেক কিছু শরীরে মনে আসিয়া দেখা দিবে। যাহা হয়ত জীবনে ভাবেনও নাই, এমন সব ব্যাপার মনে উদিত হইবে; কিন্তু তাতে ভয় নাই। ওতে যেন ভুলিবেন না। ওরা সব পালাবার পূর্ব্বে অনেক মুখ খিঁচায়, মরবার পূর্ব্বে মুখ বিকৃত করে, হাত পা ছোঁড়ে। ও সব সাধনার একটা অবস্থা। ভয়ের কারণ নাই। সময় হইলে সব পালাবে। তাঁর নাম অষ্টপ্রহর কখনও ভুলিবেন না।

পরিশ্রান্ত শরীর লইয়া কদাচ ঐ সকল প্রাণায়ামের কাজকর্ম্ম করিবেন না, শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ও সকল ক্রিয়া-কর্ম্ম বোঝা-বিশেষ হইয়া পড়ে। পরিশ্রমের পর বেশ বিশ্রাম করিয়া পরে আসনে বসিতে হয়, তবে আর শরীর বিশেষ দুর্ব্বল হইতে পারে না। জপ ছাড়িতে নাই; ঐ নাম করিতে যদি কেহ মরিয়া যায় সেও ভাল। যত কষ্ট হোক, যত দুঃখ হোক, নাম ছাড়া নয়। একটি গানের মধ্যে আছে—"দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে।" এ সকল তাঁর পরীক্ষা, প্রথম প্রথম সাধকদের উপর আসে, তাতে দোষ নাই। অসুস্থতার পরীক্ষায় যৌগিক প্রাণায়াম ইত্যাদির ক্রিয়া কমাইয়া বা বন্ধ করিয়া দিতে হয়, কিন্তু জপ, ধ্যান, পূজা, নাম, এ সকল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত করিতে হয়। প্রাণ যায় যাক্, যত কষ্ট হয় হোক্, কিছুতেই ঐ নাম ভুলাইয়া দিতে পারিবে না। এমন দৃঢ়তা সাধনায় থাকিলে তার পরাজয় কেহ করিতে পারে না; তার সর্ব্বত্র জয়।

আস্তে আস্তে ধীরভাবে চলিতে হইবে, রাস্তা বড় অসমান। তাই বলি, মা, ধীরে ধীরে,—ব্যস্ত হইলে চলিবে না। তবে প্রাণের জ্বালা থাকিবেই, তাহা কমিবে না। বরং কমা খারাপ, বাড়াই ভাল। বস্তুতঃ অসুখ প্রথম অবস্থায় সাধন ভজনের বড় বিঘ্ন ঘটায়। তবে একটা মজা আছে,—এই সাধন ভজন করিতে থাকিলে, এবং কিছুকাল অভ্যাস করিতে পারিলে, অসুখে বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। নাভির ধ্যান, ও তৎসহিত গুরু প্রদত্ত নাম বা জ্যোতিঃ ধ্যান করিলে অসুখ প্রায়ই কমিয়া যাইতে দেখা যায়। যম, নিয়ম (মহাব্রত) চলিতে থাকুক। ক্রিয়া কর্ম্মের মধ্যেও ঐ নাম অবিরাম চলিতে বাধা না হয়। যে-কোন অবস্থায়, রোগ হোক, শোক হোক, দুঃখে বা অসুখে থাকি, স্বর্গে থাকি বা নরকে যাই,

যেন নাম ভুল না হয়। জপ অতি উত্তম জিনিষ, মালা লইয়া, বা হাতে, কিম্বা শুধু মুখে হিসাব না করিয়া, জপ করিয়া গেলে দেখিতে পাইবেন ইহার কি সুন্দর মহিমা। ভগবান গীতার দশম অধ্যায়ে বিভূতি যোগে বলিয়াছেন "যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি" অর্থাৎ যজ্ঞ সমুহের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ। এত ভরসা, এত আশ্বাসবাণী,—এতেও কি সন্দেহ সংশয় যায় না, মা?

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম পুরঃসর নিবেদন মিদং। গুরুদেব! আপনার চিঠি পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। মন ও শরীর ভাল নাই; কি করিয়া সাধন ভজন করিব? তাতে আবার পরাধীনতা। আমার সথীর ও ঐ দুঃখ। অনুগ্রহ করিয়া উপদেশ দানে শান্তি দিতে ভুলিবেন না। আপনার দয়া থাকিলেই নিজেকে ধন্য মনে করিব। আপনার শ্রীচরণ কুশল চাই। এ দীনার প্রণতি গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! শরীর থাকিলেই অসুখ হইয়া থাকে। শারীরিক অসুখের জন্য ভাবিয়া লাভ কি? তবে সাধনার কাজ কর্ম্মের যা ব্যাঘাত,—তা আর কি করা যায়? যাঁহার কাজ তিনি যেমন যেমন করিলে ভাল হয় বুঝিয়া করিতেছেন। সকল কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখা, আর দুঃখ পাওয়া, একই কথা। কোন কিছুতেই কর্ত্তা সাজা ভাল নয়। ঘরের কর্ত্তারই যত মুস্কিল। যাহারা কর্তৃত্ব ছাড়িতে পারে তাহারা বেশ খায়-দায় আর আমোদ করে, বেড়ায়, ঘোরে, আর

কর্ত্তাকে বলে, ইহা দাও উহা দাও, আরও কত কি,—কর্ত্তার কিন্তু মহা ফ্যাসাদ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে হয়। আবার দশ জনার দশ কথাও শুনিতে হয়। এ ছাড়া ত আমোদ আহ্লাদ মোটেই নাই,—রাত্রি দুটা পর্য্যন্ত হয়ত জমা-খরচই লিখিতেছেন! সুতরাং এমন কর্তৃত্ব নিয়ে কেন আমরা থাকি? যাহার পদে পদে দুঃখ, তাহাকে বরণ করিব কেন? কর্তৃত্ব ক'রে দেখা গেছে বড় সুবিধা হয় না। কর্তৃত্বের কাজ ভাল ত হয়ই না,—এমন খারাপ হয় যে তখন মনে হয় এ না করাই ছিল ভাল। কর্ত্তা ত আছেন, যাহা হয় তিনি করিবেন। অত আমাদের দরকারই বা কি? আনন্দের প্রাণ আনন্দ করিয়াই কাটাইব। কর্ত্তার গরজ থাকে তিনি ভাবুন, আমাদের ওতে কি প্রয়োজন?

কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের স্বাস্থ্যকে ত্যাগ করিলে চলিবে কেন? অতি যত্ন-সহকারে এবং সাবধানতা অবলম্বন-পূর্ব্বক কাজ করিলে সুফলের আশা নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে। তীব্র সম্বেগানামাসন্নঃ, অর্থাৎ তীব্র বেগের সহিত যাহারা কাজ করিতে পারেন এবং কাজে যথেষ্ট উৎসাহ যাঁহাদের আছে ও তৎসহিত ব্যাকুলতা বর্ত্তমান, শীঘ্রই তাঁহাদের ফল হয়,—এ কথা সকলেই ও সকল শাস্ত্রেই বলেন।

আপনার ও আপনার সখীর প্রায় একই দুঃখ বুঝিতে পারিয়াছি। মা! বস্তুতঃ ত্যাগ বাহিরে নয়। স্বীকার করি, কোন তীর্থস্থানে যাইয়া বাস করিতে পারিলে এবং সংসার হইতে একটু দূরে সরিয়া থাকিতে পারিলে, কাজের অনেক সুবিধা হয়, মনও বেশ আনন্দে থাকে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় তাহা হয় না। যাহা হইলে আপনাদের ভাল হইবে, যাঁহার উপর নির্ভর করিয়াছেন তিনিই তাহা অবশ্য ব্যবস্থা করিতেছেন। সময় হইলে ও-সকল আপনি দূর হইয়া যায়। প্রসবের সময়ের পূর্ব্বে সন্তানকে গর্ভ-ত্যাগ করাইলে কদাচ ফল

ভাল হয় না। লোকের মনে কত কি হয়, কিন্তু তাহাকেই চিত্তের বিক্ষেপ বলে, এবং বিক্ষেপের দ্বারা মানুষের মনে অসন্তোষের উদয় হয়। অসন্তোষ ভাব উদয় হইলেই ঈশ্বরে নির্ভরতা ছুটিয়া যায়, সাধনার যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট হয়। আপনার যিনি সখী তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিবেন, এবং জানাবেন যে, সময় হইলে, কখন কি সুবিধা হইয়া, কি হইয়া যাইবেন, অবাক হইতে হইবে! সময় না হইলে বিক্ষেপ দ্বারা শুধু অনিষ্ট হয়—উপকার কিছুই নাই। আপনারা (গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের) ঐ শ্লোকটি পড়িবেন—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১৩॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্য্যো মে ভক্ত স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪॥

ঐ শ্লোকের অর্থ হ'ল এই যে, সর্ব্বভূতেই যাঁহার অদ্বেষ দৃষ্টি, মৈত্র-ভাব ও করুণা, এবং যিনি নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সুখ-দুঃখে সমান ভাব ও ক্ষমাবান, আর যিনি সতত সন্তুষ্ট, সমাহিত চিত্ত, সংযতাত্মা ও দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া আমাতে ভক্তিমন্ত হয়েন এবং মনোবুদ্ধি আমাতেই অর্পণ করেন, তিনি আমার প্রিয়।

দেখুন এই সকল গুণ যাহাদের মধ্যে আছে বা হইবে, ভগবান তাঁহাদের প্রিয় মনে করেন বা করিয়া থাকেন। এ সকল গুণের অধিকারী হওয়া চাই, তবে প্রকৃত শান্তি।

গীতার মত ঐরূপ অবস্থা না হইতে পারিলে মনে চঞ্চলতা বিনষ্ট হয় না। যত বিক্ষেপ আবরণ সমূলে বিনষ্ট হওয়া দরকার। ছাড়ি ছাড়ি, পালাই পালাই, এ-সকল ভাব ভাল নহে। তাহা অপেক্ষা শান্ত সমাহিত চিত্তে তাঁর নাম ও কাজ করিলে আসলে কাজ হয়।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল চাই। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। পন্থানুযায়ী সাধনা করিয়াও মনে হইতেছে কিছুই বুঝি হইতেছে না। নিজেকে বড়ই ভাগ্যহীনা বলিয়া মনে হইতেছে। সর্ব্বদা প্রাণে যেন কি একটা ব্যথা লাগিয়াই আছে। শান্তি দিতে ভুলিবেন না। শ্রীচরণ কুশল প্রার্থনা, প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি- সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! আপনি ভাগ্যহীনা বলিয়া কেন নিজেকে মনে করেন, জানিনা। তাঁকে ডাকা, তাঁর জন্য টান, সকলের হয় না। যাহাদের সে টান আছে তাহারা ধন্য। তিনি যদি না চান, তবে কি তাঁর জন্য কারও মন টানে, তিনি টানেন তাইত মন টানে, নতুবা এ টান কিসের টান? প্রথমে একটু আধটু কষ্ট হয়। একটা কথা আছে, "যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ; তবু যে না ছাড়ে আশ, তারে করি দাসের দাস।" এ পথের দুঃখ-কষ্ট অঙ্গের অলঙ্কার মনে করিতে হয়। তাঁর হাত বড় কঠিন; যে হাতে তিনি যাকে ধরেন তারই প্রথম একটু লাগে। সহিয়া গেলে পরে আর লাগে না। তিনি যে, আমাদের জোরের সহিত ধরিয়া রাখিয়াছেন, তার প্রমাণ ঐ যে, আমরা ব্যথা পাই। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না, তিনি অন্তর্য্যামী। একটী কথা—"নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে। হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।" কিছু ভাবিতে হইবে না, কেবল যথাসাধ্য কাজ

করিয়া যান, এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্বাধ্যায় (জপ), ঈশ্বর-প্রাণিধান করিয়া যান, তাঁহার নাম লইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকুন, তাঁর দয়ার অন্ত নাই। মনে যাহাতে অশান্তি না আসিতে পারে তার চেষ্টা করুন। ঈশ্বর-প্রাণিধান ও স্বাধ্যায় এই দুইটি ভাল করিয়া অভ্যাস করিতে পারিলেই রাস্তা খুলিয়া যাইবে। ব্যস্ত হইলে চলিবে না। শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্ ইত্যাদি অভ্যাস যাহা পারেন করিয়া যান, তবে আস্তে আস্তে হইবে, ব্যস্ত কি, মা ?

যত কিছু কাজ-কর্ম্ম সকলেরই উদ্দেশ্য ধ্যান। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এ তিনের প্রায় রূপ এক। তবে ঘন আর পাতলা, এই যা প্রভেদ। ধ্যান পাকা হইবার জন্যই আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, দরকার। যদিও সমাধিই সাধকের উদ্দেশ্য,তথাপি যম, নিয়ম, এ-সকল বাদ দিলে সমাধিতে পৌঁছান যায় না। এ সকল সমাধিতে পঁহুছাবার সিঁড়ি। মাঝখানের সিঁড়িগুলি উত্তমরূপে পার হইয়া শেষ ধাপে পৌঁছিলে, তবে ছাদ পাওয়া যায়। এ-সকল ধাপে অবহেলা করিলে, কেহ ছাদে যাইতে পারে না। সুতরাং বেশ ধীরভাবে কাজ করিতে থাকিলে ক্রমে সমস্ত সুন্দর হইয়া উঠিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আবার এই সকল ধ্যান ধারণার উদ্দেশ্য—চিত্তশুদ্ধি। চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম। চিত্তশুদ্ধি হইলে গোল চুকিয়া যায়, কিন্তু যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয় ততদিন একটু না একটু খিঁচ্ থাকে। ঐ চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত অভাব দূর হয় না।

আপনার সাধনার যা উপস্থিত বাঞ্ছনীয় পদার্থ তাহাকে প্রেম বলে কিন্তু প্রেম সহজে আসে না। যাঁহারা একটু-আধটু আভাষ পান, তাহা মিশ্রিত, নির্ম্মল নহে। চিত্তশুদ্ধি হইলে এই প্রেম নির্ম্মল হইয়া দেখা দিবে। যতদিন না তাহা হয় ততদিন প্রেম-লাভও সাধনা সাপেক্ষ। সাধন গাছের সুমিষ্ট ফলের নাম প্রেম। কিন্তু তাহা বাদ দিলে, সে ফল আকাশ কুসুম হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং সাধকের কর্ত্তব্য গাছকে অতি যত্নে

লালন পালন করা। একদিন, কাল পূর্ণ হইলে, ফল ফলিবেই ফলিবে, তখন সকল শ্রম সার্থক হইবে।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

প্রণাম-পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। সংসারে থাকিয়া সাধন কিছুই হইতেছে না বলিয়া মনে হয়, দিনরাত্রি খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি কর্ম্মস্রোতে যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছি। শরীরও তত সুবিধা নাই। আপনার শ্রীচরণ কুশল চাই। কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা :

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! অবশ্য সংসারে যখন অসুখ বিসুখ হয়, তখন এ সকল কাজ করিবার বড় একটা সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু গুরুজন, অতিথি, বা অন্ধ-আতুর, এদের সেবা পথ্য ব্যবস্থাগুলিও নারায়ণের জন্যই ত! যে হেতু জীবে জীবে তাঁরই অধিষ্ঠান। তারপর অজপা সাধন। যখন যে কার্য্য করুন না কেন, মনে মনে দিনরাত ঐ নাম চলিবে। একেবারে কিছু হইতেছে না এমন ত নয়, তবে অভ্যাস দরকার। দিনমানে, ও রাত্রে নিদ্রা-ব্যতীত আর সব সময়-গুলি যদি একটানা জপেই কাটে, সেই বা কম সাধনা কি! যখন অপর কাজ কর্ম্ম বেশী পড়িয়া যায়, তখন শুদ্ধ অজপা ধরিয়া থাকিতে হয়। যদি সময় একেবারেই না পাওয়া যায়, আর কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম করিবার দরকার নাই; আবার যখন সময় পাওয়া যাইবে, তখন নিয়মিত-ভাবে ক্রিয়াকর্ম্ম করিলেই হইবে। এই অজপা

যপের উদ্দেশ্য সেই পরম বস্তুকে সর্ব্বদা স্মরণ করা এবং অন্য বিষয়কে মনোমধ্যে আসিতে না দেওয়া। ঐরূপ অভ্যাস করিতে থাকিলে কেন ফল হইবে না? চেষ্টা করুন, অবশ্যই ফললাভ হইবে।

সংসারে থাকিয়া সাধন-ভজন করা কঠিন বলিয়া অনেকেরই ধারণা। একথা ঠিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সংসার বাহিরে নয়, সংসার মানুষের মনে। সংসারযুক্ত মন যদি সাধন করিতে যায় তবে প্রথমে শক্ত লাগে, কিন্তু পরে সে সব ভাব আব থাকে না। সন্ন্যাসীই হৌক আর গৃহীই হৌক, সংসার যাঁহারই মনে আছে তাঁহারই সাধন-ভজন কষ্টকর। কিন্তু সংসারে থাকিয়াও যদি কাহারও মনে সংসার না থাকে, তবে তাঁহার আর ব্যাঘাত কিসের? সন্ন্যাসী হইয়াও মনে সংসার থাকিলে তারই বা সাধন-ভজন সুখের কোথায়? মন প্রথমেই সংসার-শূন্য হয় না, মন সহজে বশীভূত হয় না, ক্রমিক সাধনার দ্বারা বশে আনা যায়।

যে অবস্থায় সর্ব্বদা বাস করিতে হইবে সেই অবস্থার ভিতর থাকিয়াই সাধনা করা ভাল, সবই সহিয়া যায়, গোল থাকে না। কামনা-বাসনার হাত হইতেও নিস্তার পাওয়া যদিও সহজ কথা নয়, কিন্তু অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে সে-সব কমিয়া আসিতে থাকে; যতদিন না নির্ম্মূল হয় ততদিন বৃত্তি-সকল বিচার-দ্বারা দমন করিয়া রাখিতে হয়। ইহার নামই নিয়ম।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল, ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

প্রণাম-পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। শরীর অসুস্থ মনও অস্থির, বিষয় ছাড়িয়া ধ্যেয়

বস্তুতে মনোনিবেশ করিতে গিয়া, অথচ না পারিয়া, আমি সংসারও ধরিতে পারি না আবার ধ্যেয় বস্তুতেও লাগিয়া থাকিতে পারি না। নিত্য পূজা ক্রিয়া-কর্ম্মাদি কিছু বাদ দিলে কেমন হয়? দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। শ্রীচরণ কুশল প্রার্থনা, প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! শরীর অসুস্থ থাকিলে কাজকর্ম্ম বেশী করা ভাল নয়। মন অস্থির থাকিলে নিত্য পূজা, জপ, ধ্যান, প্রাণায়ামাদি এ সকলে উপকার বই অপকার নাই। তারপর শরীর শরীর করিয়া ব্যস্ত হইলেও কোন কাজ হয় না। শরীর মাত্রেই রোগ আছে। আপনার হয়ত বেশী, কিন্তু সেজন্য ভাবিয়া আর কি হইবে? যাহা কর্ত্তব্য, করিয়া যাইতে থাকুন। শরীর সুস্থ যদি নাই হয় তাতে কিছু যায় আসে না। শরীর স্থায়ী নয়, চিরদিন থাকিবার জিনিষ নয়। যত্নেও যাহা থাকে না, তাহার জন্য শোক করিয়া লাভ কি? যখন অসহ্য যন্ত্রণা হইবে তখনও তাঁর নাম করিয়া, ধ্যান করিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া সমস্ত সহ্য করিবার চেষ্টা করিবেন। ক্রমে সব সুখের হইয়া যাইবে। অভীষ্টতে লক্ষ্য পৌছিলেই শান্তি হইবে।

সংসারে সুখ কোথাও নাই, মনের মিল অস্থায়ী, আপন বলিয়া কিছুই ধরিয়া রাখা যায় না, সকলই চলিয়া যায়। এ দেহ চিরস্থায়ীও নয়; আবার যে কয়দিন শরীর আছে, তাহাও হয়ত রোগ-শোকে জরা-জীর্ণ হইয়া থাকে। কেবল সুখে থাকা যায় যতক্ষণ পরমেশ্বরের সহিত সম্পর্ক রাখা যায়। জীব যতক্ষণই তাঁহার সহিত সংযুক্ত থাকে ততক্ষণই সুখ বা আনন্দ পায়। অন্য সমস্ত সময়ই দুঃখ ও অতৃপ্তি। দুঃখের হাত

হইতে আমাদের ত্রাণ পাইতে হইলে, তাহার একমাত্র উপায় ঐ সকল নিয়ম পালন করা, যাহা বলা হইয়াছে। তাঁর পদে মন অষ্টপ্রহর লগ্ন রাখিয়া, ক্রমে সেই ভাবে ভাবিত হইয়া, যতদিন না তাঁহাতে মিশিয়া যাওয়া যাইবে ততদিন সুখ বা আনন্দ কোথায়? ক্ষণভঙ্গুর-দেহাদি সুখ ও আপাতমনোরম ইন্দ্রিয়-সুখাদিতে অভিরুচি না রাখিয়া ক্রমে তাঁর হইয়া যাওয়াই সর্ব্বসুখের সন্ধান পাওয়া। আর সমস্তই বৃথা, একমাত্র ঐ বস্তুই সত্য।

তাই বলিয়া যেন কর্ত্তব্যে অবহেলা করিবেন না। সংসারের কাজ যাহা হয় করিয়া যান। কর্ত্তব্য পালন করিয়া কাহারও অবনতির আশঙ্কা নাই। বরং কর্ত্তব্যের অবহেলা করিলে নানা অশান্তিতে কর্ম্মের ব্যঘাত হইতে পারে। সমস্ত সময়ে নাম জপ করিয়া যাইতে হয়। জপে অরুচি আসে, তাহার ঔষধ জপই, জানিবেন। ধরিয়া থাকুন, কালে ফল বুঝিতে পারিবেন।

এই যে দেখা-শুনা ছাড়া-ছাড়ি, এসব ফাঁকি, এ দুনিয়ার কদিন! সমস্তই স্বপ্ন, ঘুমের ঘোরের খেয়াল। সেই স্থানে যদি মিলন হয়, সেই দেখাই দেখা। কোটী কল্পান্তেও তার শেষ নাই। প্রেমময়ের আনন্দ ধামের সেই আনন্দই আনন্দ। যত লোকেদের "আপনার" বলিয়া জানেন, সকলকে বলিয়া রাখিবেন যেন সেই দেশে যায়। তাহা হইলে বিচ্ছেদ কোথায়? চির আনন্দ, চির মিলন!

ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম-পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার চিঠি পাইয়া বিমলানন্দ লাভ করিলাম। দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরু ভিন্ন, শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক লোকে দুইই করেন, তাহাও দেখা গিয়াছে। এ সম্বন্ধে কি করা দরকার জানাইবেন। শ্রীচরণ কুশল প্রার্থনা করি। আমার শতকোটী ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু বিভিন্ন প্রকার পদ, সে কথা আছে, কিন্তু তাহাতে কিছুই যায় আসে না। আসল কথা ভববন্ধন হইতে যিনি উদ্ধার করিবার জন্য টানিতে থাকেন, বা ডাকেন, ঐ একজনের কথায় যতটা উপকার হয়, নানাজনার মতে ততটা হয় না। তাহাতে অনেক সময় হয়ত গোলমালও হইয়া যায়। যতদিন না গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, অথবা যতদিন না তাঁহার মত জানিতে পারা যায়, ততদিন গুরুদত্ত ক্রিয়াদি যথাযথ-ভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। সন্দেহ হইলে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মীমাংসা করিয়া ফেলা সাধকের প্রয়োজন।

অবশ্য গুরুর দেওয়া যে সকল কাজ যেমন ভাবে তিনি করিতে বলিয়াছেন, অন্য লোকেও সেইপ্রকারই বলিতে পারে, এবং বলাও

স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া দুনিয়ার লোকের কথা শুনিতে হইবে, এমন কথা নাই। যদি গুরুদেব কোন কোন বিষয় একটু এদিক ওদিক করিয়া, অদল-বদল করিয়া দেন তাহা যদি ভাল নাও লাগে, তথাপি সেই সকল কার্য্যই পালনীয়। এক মতে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করিলে সাধকের উপকার হয়। এটা ছাড়িয়া ওটা ধরিলে অগ্রসর হওয়া দূরের কথা, আরও পিছাইয়া যায়। কথা এই যে যাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিবে তাঁহাকে গুরুজ্ঞানেই আত্মসমর্পণ করা উচিত। নানা মুনির নানা মতে পড়িয়া সুফল হয় না।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

প্রণাম-পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। শিক্ষার ও দীক্ষার জন্য শাস্ত্রে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে কি না, এবং উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি? ইহা জানিতে বাসনা হয়। শ্রীচরণ কুশল প্রার্থনা করি। আমার কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! শিক্ষার ও দীক্ষার জন্য স্বতন্ত্র গুরু শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে— কিন্তু যাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করা যায়, এবং যাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, উভয়ের বিশিষ্টতা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও, দীক্ষার পর অন্য শিক্ষাগুরু করা ঠিক নয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

অবশ্য দীক্ষা ব্যাপারটা বাহির হইতে দেখিয়া কানে ফুঁই মনে হইতে পারে। কিন্তু দীক্ষা কেবলমাত্র কানে ফুঁ নয়। ঐ ফুঁ দেওয়ার

মধ্যে কত মূল্য আছে তাহা একদিন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, এবং তাঁর দয়া হোক যেন সত্বরই আপনি তাহা জানিতে পারেন।

আমাদের দেশের প্রচলিত রীতি এই যে, যিনি কানে ফুঁ দিলেন সেই পর্য্যন্তই তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ, কিন্তু তাহা নহে। বাস্তবিক ধরিতে গেলে গুরুর সহিত জন্ম-জন্মান্তরীন সম্বন্ধ বর্ত্তমান। যাহা হৌক সে অনেক কথা, এখন চিঠিতে তাহা সব বলা সম্ভব নয়। আসল কথা এই যে, যখনই যাহা করিবেন তাহা যেন গুরুকে না জানাইয়া করিবেন না। গুরুরূপে যাঁহাকে বরণ করা হয়, শুধু তাঁহারই বাক্য পালনীয়। যদি অন্য কিছু করিতে হয় তবে তাহা তাঁহাকে জানাইয়া, মত লইয়া, করা কর্ত্তব্য। আবার তিনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া মত দেন তবেই, নতুবা নহে। এরূপ অনুগতভাব না থাকিলে উন্নতি হয় না। স্কুলের ছাত্র যেমন পড়াশুনা, যাহা কিছু শিক্ষা, সমস্তই মাষ্টারের হাতে প্রাপ্ত হয়, অন্য কোথাও নহে; সেই রকম গুরু ও ধর্ম্মজগতের একমাত্র মাষ্টার।

যদি বলেন স্কুলের ছেলেরা যদি বাহির হইতেও কিছু শিক্ষা করে, সেটা কি শিক্ষা হইবে না? সে কথায় বলি, বিদ্বান্ ত সকলে সমান নয়; বাহিরের কোন লোকে যদি বলে, পৃথিবী গোল নহে, আর ছাত্র যদি সেই শিক্ষা নেয়!—সে ছাত্রকে এক মাষ্টারে শিক্ষা দিলেও তাকে মনের মত গড়িয়া তুলিতে পারিবেন না। তিনি কিভাবে শিষ্যকে চালাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা তিনিই বুঝিবেন—শিষ্যকে আস্তে আস্তে গড়িয়া তুলিবেন। যদি শিষ্য তাঁহার কথা ভাল করিয়া না শুনেন, তবে উন্নতি হইবে কেমন করিয়া? যদি বলেন আর একটি মাষ্টার আমার ভালর জন্য হয়ত কিছু বলিলেন, আমার বিশ্বাস তাঁর প্রতিও কিছু হইল; তিনি কি আমার ক্ষতি করিবেন? তাহার উত্তরে একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপরটা আপনার নিকট পরিস্কার হইবে।

যেমন, আপনি গাছের আম পাড়িয়া খাইবেন। আপনি জানেন না, আম বাগান কোথায়। যিনি জানেন তাঁর কাছে গেলেন (তিনি যেন আপনার গুরু)। তারপর তিনি বলিলেন "বাপু, একটা কঞ্চি আন' ত"; তাঁর হয়ত দরকার একটা আঁকড়শী তৈয়ার করিয়া আম পাড়িতে শিখাইয়া দিবেন। আপনি বাঁশবনে গিয়া কঞ্চি কাটিতে লাগিলেন, এমন সময় অন্য একজন লোক (সেও আম বাগানের খবর জানে) দেখিল ও বলিল—"ওহে কর্ত্তা আম খাইবেন ত বাঁশবনে কেন?" আপনি হয়ত জানেন না কেন বাঁশ বাগানে আসিয়াছেন, সুতরাং আপনারও মনে হইতে পারে, "তাইত ঠিক কথাই; আমি আম খাইব, আমাকে বাঁশ বাগানে কেন গুরুদেব পাঠালেন। তিনি আমবাগান হয়ত চেনেনই না।" আপনি সেই লোকটীর সঙ্গে গেলেন। সে জিজ্ঞাসা করিল—"বাপু গাছে চড়িতে জান?" আপনি হয়ত জানেন না--বলিলেন "না।" তিনি তখন গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তাইত গাছে চড়িতে জান না, তবে কি হবে? আচ্ছা গাছে চড়া শেখ, তারপর তোমাকে আম বাগানে লইয়া যাইব।" এই রকমে নানা লোকের পরামর্শে সন্ধ্যা হইয়া পড়ে, আর আম খাওয়া হয় না।

আপনার পক্ষে যদি গাছে ওঠার চেয়ে বাঁশবাগানে কঞ্চি আনা সোজা হয়, তবে আপনাকে তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু মজা এই যে, সংসারে দুইজন লোকের এক মন হয় না। যাহাতে আপনাদের ভাল হইবে তাহাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আপনাদের মনে আঘাত দিয়াও যদি উপকার হয় তাহাই করিতে হইবে। অপর পক্ষে যাহাতে আপনাদের অনিষ্ট হইবে এমন কোন কাজই করা যাইতে পারে না।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম-পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। আমার মনে হয় এ সংসারই দুঃখের কারণ। সংসার ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া গেলেই বোধ হয় শান্তি পাওয়া যাইতে পারে। শ্রীচরণের কুশল জানিতে বাসনা। কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা, ত্যাগ কি বাহিরে! মনের ত্যাগই ত্যাগ। অবস্থা না হইতে সর্ব্বত্যাগী হইবার কি দরকার? কাঁচা ঘায়ের চটা টানিয়া ছাড়ান ঠিক নয়, তাতে রক্ত পড়ে। তাঁকে সকল ভার দিন না; নিজের হাতে খানিকটা ধরিয়া রাখিয়াছেন কেন? আপনার যাহাতে ভাল হয় তিনি তাহাই করিবেন। আপনার এত ভাবনা কেন? আপনার শুধু তাঁকে চাই। সমস্ত কাজ, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম্ম, পূজা, হোম, সব কিছুর উদ্দেশ্য ঐ এক কথা। তোমাকে চাই সর্ব্বরূপে, সর্ব্ব কর্ম্মে, অষ্টপ্রহর, সদা-সর্ব্বদা ঐ প্রার্থনা,—তোমাকে চাই, আর কিছু চাই না, হরি!

তাঁকে দূরে নহে, নিজের ভিতরে জানিয়া, সকল সময়ে স্মরণ রাখিবেন। যাহা কিছু কাজ, হাত পা করুক; মনটা সর্ব্বক্ষণ তৈল-ধারার মত অবিচ্ছেদে তাঁহার উপর ঝরিয়া পড়িতে থাকুক,—নতুবা শান্তি কোথায়? যখনই অশান্তি আসিবে, জানিবেন মন তাঁহাতে নাই, অমনি তাঁহাকে বলিবেন—"একি ঠাকুর! আমার সব নিলে কই?" তাঁহাকে সুখ দুঃখ দুই দিতে হয়, নইলে শান্তি

পাওয়া যায় না। তবে অভ্যাস চাই, একদিনেই হয় না। অভ্যাস করিতে করিতে হইয়া আসে।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

প্রণাম-পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া বিমলানন্দ লাভ করিলাম। মালায় হিসাব রাখিয়া জপ করিয়া কি প্রকারে ভগবানকে লাভ করা যায়? এবিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে, দয়া করিয়া আমায় বুঝাইয়া শান্তি দিবেন। শ্রীচরণ কুশল প্রার্থনা করি, আমার শতকোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা, মালা জপ ভাল, মন্দ নয়। হয়ত কাজ নাই, ক্রিয়াকর্ম্মেরও সময় নয়, অন্য কিছু করিতে ভাল লাগে না, ঐসময় মানুষ শুধু মনে মনে জপ করিয়া নিবিষ্ট হয় না, যেন হাতে একটা কাজ পেলে হয়। তখন তাকে একগাছা মালা দিলে থাকে ভাল। প্রথম অবস্থায় মালা-জপের সংখ্যার হিসাব থাকা সুবিধা। হিসাব করিয়া করিলে জপ করিবার ইচ্ছা ততটা না থাকিলেও, জপের হিসাব বাকী পড়িয়া যাইবে, পরে আবার খাটুনী বাড়িবে, এই চিন্তায় জপ বাদ পড়েনা,—এই সুবিধা! নতুবা জমা-খরচের দরকার কি?

সর্ব্বক্ষণ অবিশ্রান্ত জপ করিতে করিতে তাঁহার সহিত আলাপ হইয়া যায়, তাঁকে আর পর বলিয়া, দূর বলিয়া, মনে হয় না; যেখানে তাঁর নাম, তিনিও সেখানে, একথা সর্ব্বাপেক্ষা সত্য। তিনি যদি অনবরত আপনার সঙ্গী হইয়া থাকেন (কারণ জপ করিলে বাধ্য

হইয়া তাঁর সঙ্গে থাকিতে হইবে) ঐ ভাবে অনেকদিন থাকিতে থাকিতে, আপনার মনের কথা জানিতে জানিতে, একদিন তিনি হয়ত কি করিবেন তিনিই জানেন। সব তাঁর ইচ্ছা।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

প্রণাম-পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমরা যে ভগবানকে চাই, তিনি কি আমাদের চান? ভগবান কি আমাদের ন্যায় অধমের সঙ্গে মিশেন? এবং তাঁহার ভালবাসায় মানুষ স্বাধীন না পরাধীন হয়, জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। শ্রীচরণ কুশল চাই, প্রণাম কোটী কোটী গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! আমরা যে সকলেই ভাগ্যবান্। তাঁকে ভুলে কতলোক সংসারে আছে, তারা ত তাঁকে চায় না, তারা ধন-জন, বিষয়-বৈভব চায়। তাঁর দয়ার অন্ত নাই, তাই তিনি আমাদের টান্ছেন। এ যে তাঁরও গরজ,—আমরা না হলে যে তাঁর হৃদয় শূন্য! যথার্থ ভক্তের সঙ্গে ছাড়া তাঁর যে জুড়াইবার স্থান নাই, তাঁর যে প্রেম করা পোষায় না। এতে অধীনতা কোথায়? তাঁর প্রেমে যে সব স্বাধীন, সব সুন্দর, হইয়া উঠে, তাঁর সঙ্গে যার প্রেম হয়েছে সে জানে যে তাতে কত মধু, কত রস। বেদ বলেছেন, "রসো বৈ সঃ"—তিনি রস স্বরূপ। "না জানি কত মধু শ্যাম নামে আছে গো। আবার নামের পরশে যার ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।" ভাসাভাসি নয় একদম রূপ সাগরে ডুব দেওয়া! তিনি তাঁর ভক্তের জন্য হৃদয়-পুরের কপাট খুলে

রেখে আশাপথ চেয়ে আছেন। আমরা যদি হাতখানা তুলে ধরি আর বলি "কোথায় হে প্রাণবল্লভ! হৃদয়স্বামী! তুলে নাও, জীবন মন চরণে দিনু।" আর কি তিনি থাকতে পারেন? আমার ঠাকুর যে প্রেমের কাঙ্গাল। লাথি মারলেও বলেন "ভক্ত রে! পায়ে কি তোর লাগ্‌লো?" এমন ঠাকুর ছেড়ে কোথায় যাব? লোকে বোঝেনা তাই মিথ্যা রসশূন্য আখের ছোব্‌ড়া চিবিয়ে মরে, আর গাল বেয়ে রক্ত পড়ে। এই যে প্রেমময়ের অনন্ত মধুর রসের ধারা, একবার একটু যাঁরা আভাষ পেয়েছেন তাঁরা মহাভাগ্যবান। তাঁদের পায়ের দাস হয়ে থাকতে সাধ হয়, তাঁদের কোটি কোটি প্রণিপাত। এ ভাগ্য আপাদেরও আছে। আমিও ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে, তাঁরই জনের সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়া দিলেন। সংসারে সত্য আর কি আছে? সত্য পদার্থ একমাত্র ভক্ত আর ভাগবত।

আপনার ভাবে তাঁকে যে চায়, সে যে আমায় কিনে নেয়। তাঁর কাছে যে যেতে চায় সে যে আমার সহযাত্রী, সে তো আমার পর নয়। সংসারে এসে জন্মাবার পর হ'তে যাদের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছিল তারা আজ আমার কেহই নয়। আজ যাঁকে আপন বলে জেনেছি, তাঁকে যাঁরা চান, তাঁদের সম্বন্ধে মনে হয় যেন আমরা সবাই এক পরিবারের। কি পবিত্র কি আনন্দময় সে পরিবার। তাঁর ভক্তের সঙ্গ তিনি করিয়ে দেন, আর আমাদের ধন্য করেন।

ধন্য যাঁরা সংসারে থেকেও ভগবানকে চান। দুই মণ বোঝা মাথায় করিয়া যাঁহারা উপর-দিকে চাইতে পারেন, বাহাদুরী তাঁদেরই। আমরা তাঁকে পাবার জন্য সংসার ছেড়ে এসে যদি তাঁর নাম না করি, লোকে যে মুখে ছাই দেবে। সমস্ত দিনরাত্রি তাঁকে তৈলধারার মত অবিচ্ছেদে ভাববেন। একা মন খুলে তাঁর কাছে কাঁদবেন। তাঁর বিরহে, অদর্শনে, ছট্‌ফট করবেন। জল-ছাড়া মাছের মত ভাব হ'লে

তাঁর দেখা পাওয়া যায়। একথা সতত সত্য, মনে রাখবেন। তাঁকে দূরে নয়, ললাটে ভাববেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় সচ্চিদানন্দ প্রেমময়কে প্রাণের সব কথা বল্‌বেন। "কায়েন মনসা বাচা" তাঁকে সব রকমে পূজা করবেন।

তাঁর সঙ্গে যদি আমরা মিশ্‌তে চাই তবে সর্ব্বরূপে আমাদের নির্দ্দোষ হতে হবে। সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, তাঁর মিলনের যোগ্য, হতে হবে। নইলে সে মিলনে সুখ নাই। অসমানে প্রেম হয় না। তারও কতকগুলি নিয়ম আছে। সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে সে সব অবশ্য পালনীয়, নতুবা ফল বড় দেরীতে হয়।

অত্র কুশল, আপনাদের নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম-পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। আর কতকাল এ সংসারে থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিব? সাধনপথে থাকিয়াও দুঃখের এখনও অবসান হইল না? কতকালে হইবে দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিবেন? শ্রীচরণ কুশল প্রার্থনা করি। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! এই পৃথিবী দুঃখময়, অন্ততঃ ভারতের দর্শনকারগণের এই রকমই মত। দুঃখের অভাব কি? সবই দুঃখ। এই দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাওয়ার নামই মোক্ষ। সাধন-ভজন ত ঐ জন্য। কি হইলে এই দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, এখন তাহা কতক না বোঝা গিয়াছে এমন নয়। কি করিলে যে হয় তাহা আপনিও জানেন। সেরূপ চেষ্টা করিলে বোধ হয় সহজেই কাজ হইতে পারে। তবে যদি

বলেন—সে ইচ্ছা হয় না; কেননা একটি কথা আছে "গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হ'ল, একের দয়া না হইতে সব ছারে-খারে গেল!" সেই এক কে? মন! মনের দয়া হ'লেই হয়। তাঁর প্রতি টান বাড়লেই খুব শীঘ্র হয়। তীব্রসম্বেগানামাসন্নঃ,—তীব্র বেগশালী সাধক শীঘ্র কাজ উদ্ধার করেন। শাস্ত্রবাক্য আপ্ত, তাই সত্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যতটা টান, ততটা কাজ, ততটাই শান্তি! তারপর সময় সাপেক্ষ।

আজ যে ছেলের জন্ম হল, তার মা যদি দুঃখ করে, "সকলের ছেলে রোজগার ক'রে আনে, আমার ছেলেই করেনা,"—এ ত সে রকম কথা! কাজ আরম্ভ করিয়াই, অথবা কিছুদিন করিয়া, ছাড়িয়া, আবার ধরিয়া, তার মধ্যেও সংসারী যেটুকু সময় পায় তাহাতে হৈ হৈ করিয়া,—এমনভাবে সাধন করিয়া শান্তি পাওয়া শক্ত। মেয়েরা সামান্য যে পঞ্চমীর ব্রত করে, তাহাও কত বৎসর করিতে হয়, যদি বাদ যায় তা আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হয়। মুক্তির রাস্তা কি পঞ্চমীর ব্রতের চেয়েও সোজা মনে হয়? তারপর যে কাজই করুন না কেন, কথা আছে "মন্ত্রম্ বা সাধয়েম, শরীরং বা পাতয়েম"; অর্থাৎ মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন; তবে, হইবেই কাজ উদ্ধার!

আপনাকে যে আমি একা বল্‌ছি এমন নহে, সাধক মাত্রেই ঐ এক কথা বলেন। সাধনায় তীব্র বেগ না থাকায় সাধক দুর্দ্দশায় পঁড়িয়া হাবুডুবু খায়। কোথায় কোন্ অন্ধকারে পড়িয়া কাদা ঘাঁটিয়া, শামুক কুড়াইয়া, মনে করিতেছে এই বুঝি মণিমাণিক্য! প্রায় সকলেই ঐ দুর্দ্দশায় পড়ে। একাগ্রতার সহিত তাঁর প্রতি টান থাকিলে তবে অগ্রসর হয়। মরি বাঁচি ধরিয়া থাকিতে হইবে। যা হয় হোক, না হয় না হোক, পথ ছাড়িব না। মহাপুরুষেরা বলিয়াছেন বহু সাধনায় তবে সিদ্ধি। যাহাদের সেই বেগ আসিয়াছে তাহাদের শীঘ্র হয়। সেই অবস্থার জন্য নিয়মমত ভক্তি ও নিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে হয়,—তারপর

তাঁর ইচ্ছা। দিন যায়, কই আসে না, বয়স শেষ হইয়াই আসিতেছে, ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া পড়িতে হইবে। বসন্তে মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে, বর্ষায় কষ্ট হইবে না। আলস্য বশতঃ এখন বসিয়া আমোদ করিলে, বর্ষায় উপবাস। সময় মতই সময়ের কাজ করা উচিত।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

প্রণাম-পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার চিঠি পাইয়া সবিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। কত চেষ্টা করি, তথাপি ধ্যানের মূর্ত্তি প্রকাশিত হয় না। একটা অভাব লাগিয়াই আছে, তাহাকেও দূর করিতে পারি না। দয়া করিয়া শান্তি দিতে ভুলিবেন না। শ্রীচরণ কুশল চাই। আমার শতকোটী প্রণতি গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! ধ্যানের মুর্ত্তি না আসার কারণ অস্থিরতা। চিত্তের স্থিরতা ব্যতীত ধ্যান হয় না। যাহাতে চিত্ত স্থির হয়, আপনাকে তাহাই করিতে হইবে। অশান্তিতে বাস করিলে চিত্ত স্থির কিরূপে হইতে পারে? এ অশান্তি কিসের? অসন্তুষ্টি হইতে অশান্তি আসে। অশান্তির অন্য কোন কারণ নাই। আপনি কেন অসন্তুষ্ট তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়, তাহা হইলে বোঝা যাইবে গলদ কোথায়। অবশ্য লোকে যাহা চায় তাহা যদি পায়, অসন্তোষ আসিবে কেন? চাহিলে অথচ না পাইলে, তবেই অসন্তোষ হয়। এক কথায়, অভাব অসন্তোষের বীজ। অভাব কিসের? অর্থ ইত্যাদি মানুষ যাহা চায় তাহার যে টানাটানি পড়িয়াছে এমন নয়। সংসারের সুখেও ত অভিলাস নাই। তবে

অভাব কোথায়? যাহার যাহা কামনা তাহা পাইলেই বা কি হইবে, সে সকল বস্তুতে কি যথার্থ সুখ প্রদান করিতে পারিবে? যদি তাহা মনে হইয়া থাকে তাহা ভুল, একমাত্র ভগবানকে না পাওয়াই অশান্তির মূল।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

প্রণাম-পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া বিমলানন্দ লাভ করিলাম। সময়ে সময়ে যেন উৎসাহ-হীন হইয়া পড়ি এবং আমার কিছুই লাভ হইল না বলিয়া মনে হয়। সাধক ভগবানকে লাভ করিলে কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, দয়া করিয়া লিখিয়া জানাইবেন। শ্রীচরণ কুশল চাই। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণতি গ্রহণ করুন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা, সাধক ভগবানকে যখন লাভ করে তখন তাহার অবস্থা গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে বলা আছে; অথবা দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্থিত-প্রজ্ঞের বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার উত্তর আপনার নিকট আলোচনা করিলেই আপনি আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪॥

শ্রীভগবান উবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎপ্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কেশব! স্থিত-প্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ কি? তিনি কিরূপ কথা কহেন, কিরূপে থাকেন, এবং কিরূপে গমন করেন? ভগবান কহিলেন—হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি যখন নিজ মনোগত সমুদয় কামনা ত্যাগ করতঃ আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হয়েন, তখন তিনি স্থিত-প্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন। যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে স্পৃহাশূন্য এবং আশক্তি-ক্রোধ-ভয়-শূন্য অন্তরে থাকেন, সেই মুনিই স্থিত-প্রজ্ঞ। যিনি সকল বিষয়েই স্নেহশূন্য, যিনি শুভাশুভ ফল-লাভে আনন্দিত বা বিষাদিত হন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ)।

ভগবান-প্রাপ্ত সাধকের লক্ষণ এই স্থিতপ্রজ্ঞের মত জানিবেন। আপনারও ঐ অবস্থা লাভ হইলে তবে শান্তি। দুঃখের বিষয়, মানুষ শান্তির অপেক্ষা ক্ষমতার আদর বেশী করে। মানুষ মনে করে একটা কিছু দেখাইতে হইবে,—এমন একটা করিয়া ফেলিব, দুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইবে। তাহা হয় না, তাই দুঃখ। অথবা যত শীঘ্র সিদ্ধাবস্থা আশা করে তত শীঘ্র হয় না, সুতরাং দুঃখ। আমাদের কি লক্ষ্য সেটা সমস্ত দিন মনে রাখিয়া জপ করিয়া যাওয়া, না ভোলা, এবং সেই রকমে নিজেকে গড়িয়া তোলা দরকার, তাহা হইলেই

শান্তি হইতে পারে (অবশ্য ক্রমে ক্রমে)। নিজেকে ভাল করিয়া গঠন না করিয়া কেবলমাত্র সামান্য কাজকর্ম্মের দ্বারা অল্প আয়াসে সেই অবস্থা লাভ করা যায় কি? এই চোখের সাম্‌নে মহাপুরুষ জগদ্বন্ধু,—কি সাধনা, কত চেষ্টা করিয়া ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন। আপনি তাঁর বাহিরের মান সম্মান সব ভুলিয়া যান, তাঁর ভিতরটা দেখুন। বাহিরটা দেখুক যাহারা দোকানদার, বিজ্ঞাপন যাহাদের ব্যবসায়। তিনি কি পাইয়াছেন তাই দেখুন।

গীতাতেই অনেকটা শান্তি পাইবেন। ঋষিরা যেমন যেমন নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন ও যে-সকল কাজের যেমন ফল লিখিয়াছেন, তাহা সত্য; আমরা অনেকেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ছাড়িয়া দিলে কোন কাজ হয় না, নিয়মে কাজ করিয়া যাইলে তবে ফল হয়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। বলহীন বীর্য্যহীন, তেজোহীন, তামসিক যাহারা, জানিবেন তাহারাই কেবল ভ্যানর ভ্যানর করে, আর কিছু করে না।

অত্র কুশল, আপনাদের নিত্য কুশল ভরসা করি ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

গুরুদেব! প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনার চিঠি পাইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। যাঁহাকে জানি না, বা দেখি নাই, তাঁহাকে কি ভালবাসা যায়? ভগবান আছেন এই শুনিতে পাই, তাঁহার সহিত আবার সম্পর্ক পাতাইব কেমন করিয়া?

যম-নিয়মের বাংলা অর্থ করিয়া পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব। নাড়ী শুদ্ধি করিতেছি। কঠোরতা যতদূর সাধ্য করিতেছি। কিন্তু আমার হৃদয় ভক্তিহীন। বাহিরে চটক, ভিতরে কিছুই নাই।

আর কি লিখিব। আপনার শ্রীচরণ কুশল প্রার্থনা করি। শতকোটী প্রণতি গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! লিখিয়াছেন যাঁহাকে জানিনা তাঁহাকে কি ভালবাসা যায়? যাঁকে চিনিনা তাঁহার সঙ্গে আবার সম্পর্ক পাতাইব কেমন করিয়া? একথা সত্য,—কিন্তু সত্যই কি তাঁর অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাই না? তাঁর ভালবাসা জীবনের প্রত্যেক অনুতে কি জড়াইয়া নাই। একটুখানি ভাবিলে কি বুঝা যায় না, তাঁর মধুরতা কত? এই যে স্ত্রী-পুত্রাদির ভালবাসা, এই যে সংসারের এত আনন্দ সুখ, এ সব-কি মানুষের প্রস্তুত? এ-সব আসে কোথা হতে? তাঁরই মধুরতার সামান্য ভাব এই সকল! আপনি এ কথা বেশ করিয়া ভাবিবেন, তখন তাঁকে প্রাণের টানে ভালবাসিয়া ফেলিতে বাধ্য হইবেন।

অমনভাবে নিজেকে অবিশ্বাস করিবেন না, বা অপবিত্র মনে করিবেন না। লিখিয়াছেন বাহিরে চটক্, ভিতরে কিছুই নাই। এটা সত্য কথা নয়—বাহির বলিয়া যে পদার্থটা আছে সেটা শরীর, সেটার দাম সিকি পয়সাও নহে। যাহা কিছু মূল্য সে ঐ ভিতরটার। একটা মানুষ কি চালাকি ব্যাপার? আপনার ভিতরে সবই আছে, নতুবা আপনার সৃষ্টি হইত না। কাঁধে গামছা রাখিয়া লোকে যেমন গামছা খোঁজে, আপনারও যেন কতকটা তাই। বস্তু ত আপনার ভিতরেই রহিয়াছে। ভক্তি আপনার নাই বলিতেছেন, কিন্তু নির্জ্জনে অন্য সকল চিন্তা দূরে ফেলিয়া রাখিয়া, তাঁকে সম্মুখে ভাবিয়া এক বার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছেন কি, আপনার

মন সেই অজানার বিষয়ে কিছু বলে কি না? আমি নিয়মানুসারেই জানিয়া বলিতেছি—নিশ্চয়ই বলে।

আপনার মন আপনাকে নিশ্চয়ই বলে ভক্তি আছে। সংসারের কতকগুলি আইন আছে তাহার বাহিরে যাইতে পারেন না। আপনিও নিয়মাধীন, সুতরাং তাঁহার চিরন্তন নিয়মানুসারে আপনার ভক্তি থাকিতেই হইবে। তবে হয়ত সে ভক্তি তেমন বিকাশ হয় নাই; ভক্তি আছে তবে অনুশীলন অভাবে তাহা ভাল বাড়ে নাই, এই পর্য্যন্ত। বটগাছের যে সামান্য বীজটিকে আজ তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতেছে তাহা বস্তুতঃই কি তুচ্ছ করিবার জিনিষ? সে যদি উপযুক্ত জল বায়ু পায়, সেকি একটা প্রকাণ্ড বটগাছে পরিণত হইবে না? এই জল বাতাস সর্ব্বদাই আছে। আপনি ইচ্ছা করিলেই তাহা ধরিয়া লইতে পারিবেন। তাঁর দয়ার অন্ত নাই; তাঁর কৃপা-বাতাস সর্ব্বদাই বহিতেছে; তাঁহার কৃপাবৃষ্টি সর্ব্ব জায়গায় পড়িতেছে; নতুবা তাঁকে দয়ার স্বরূপ বলিবে কেন? তাঁর চক্ষে সব সমান,—ছোট বড় কিছুই নাই। আপনি তাঁহার দয়া লইতে চেষ্টা করুন, পৃথিবী আনন্দময় হইয়া যাইবে।

নিজেকে ঘৃণিত পদার্থ কেন ভাবিবেন? আপনার জীবন বা দেহ কি আপনার নিজের? আপনার কি অধিকার আছে তাহাকে ঘৃণিত ভাবিবার? ও-সব ভাব একেবারে ছাড়িয়া দিন। "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান, আনন্দময়ের লীলার অংশ, অমৃতের অধিকারী; আমরা কেন অবসাদ-গ্রস্থ হইব?

খুব দূরের জিনিষ, আর খুব কাছের জিনিষ, দেখা যায় না; দেখিতে হইলে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয়। চক্ষের একেবারে কাছে থাকিলেই ত দেখা যায় না; কিন্তু তিনি আরও কাছে, নয়নে নয়নে বলিলে যাহা বুঝায় এত কাছে, তাই তাঁহাকে সহজে ধরা যায় না;

নতুবা তিনি আমাদের প্রত্যেকের সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছেন। একথা একবার অতি সুন্দররূপে নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

ভক্তি বলিয়া যে পদার্থ, আপনার তাহার অভাব নাই; যাহার প্রাণ বলিয়া একটা পদার্থ আছে তাহার ভক্তি নাই, একথা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি আপনার সঙ্গীদের ভালবাসেন না কি? সে ভালবাসাটা কি? সে টানটা কি অলীক? তাহার কি কোন একটা অর্থ নাই? মানুষ যে পা দিয়া তীর্থ বা দেবস্থানে গমন করে, সেই পা-ই ত আবার তাহাদিগকে অস্থানে লইয়া যায়। ভালবাসা বা ভক্তি সম্বন্ধেও তাই। যে ভালবাসাটা চারিদিকে বিষয়-আসয়ে ছড়াইয়া পড়িয়া অযত্নে ধূলা মাখিতেছে, তাহা ভগবানের দিকে লাগাইয়া দিলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

ভগবানের জন্য ভক্তি বা ভালবাসা নূতন তৈয়ারী হইয়া আসে না। যে ভালবাসার আস্বাদ পাইয়াছেন সেই ভালবাসা তাঁকে দিলে তার নাম ভক্তি। তাঁকে সেই ভালবাসা দিতে শিখুন। তাঁকে সকল কাজের সঙ্গী করিয়া লইলে দেখিতে পাইবেন যে, তাঁকে দিলে আর ফিরে আসে না। এ পরাণ তাঁকে ভালবাসে না একথা একেবারেই সত্য নয়। নির্লিপ্তভাবে কাজ করিবার চেষ্টা করুন। পরের সংসারে, পরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে গেলে, কর্ত্তা তাহা সহ্য করিবেন কেন? তাই দুই এক ঘা মাঝে মাঝে খাইতে হইতেছে, কাজেই কষ্ট পাইতেছেন। সংসারে যাহা করিবেন শুধু কার্য্যের খাতিরে, নিজের কোন লাভের আশায় নহে। এই ভাবে করিলে শান্তি পাইবেন। কর্ত্তৃত্ব ছাড়িলে সুখ আছে, নতুবা নয়।

সুখ দুঃখ মানুষের মনে। বাহিরের কতকগুলি অবস্থার উপর যাহাকে নির্ভর করিতে হয় সেই দুঃখ পায়। নিজের মনকে তাঁর

দিকে লইয়া যাইয়া সেইদিকেই বেশী বেশী থাকিবার চেষ্টা করুন। বহির্জ্জগতের কোন কিছুতে আশা, বা ভোগের ইচ্ছা, রাখিবেন না। নিজের কোলে পরের জিনিষ টানিয়া লইলে তাহার মার খাইতে হয়। সত্যসত্যই যদি সংসার তাঁর ভাবে ভাবিয়া তাঁর করিয়া লওয়া যায়, তবে সংসারটি যথার্থ ধর্ম্মের সংসার, আনন্দের সংসার, হইয়া দাঁড়াইবে। শান্তিকে তাহা হইলে আর খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না—শান্তি নিজে চির-সঙ্গী হইয়া বাস করে।

তারপর এক কথা, খুব বেশী কঠোরতা অভ্যাস করিবার দরকার নাই। খুব কিছুই ভাল নয়,—খুব বিলাসিতা বা খুব কঠোরতা, অতি নিদ্রা বা অনিদ্রা, অতি ভোজন বা অল্প ভোজন। আতিশয্য-পরায়ণ ব্যক্তি ভাল যোগী হইতে পারে না। যাহা রয় সয় তাহাই ভাল, আপনি সন্ন্যাসীদিগের মত কঠোরতা অভ্যাস করিবেন না, বা চেষ্টাও করিবেন না। শুধু নিজের কাজগুলি যথানিয়মে যাহাতে হয় ও স্বাস্থ্য বজায় থাকে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই ঠিক হইবে। বাকী সব যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিবে। অজপা ছাড়িবেন না—অষ্টপ্রহর ঐ চলুক।

রাত্রে কাণের মধ্যে যে শব্দ হইতে থাকে ওটা ভাল। এইবার ক্রমে নাড়ীশুদ্ধি হইয়া আসিবে। এবং নাড়ীশুদ্ধি হইলেই প্রাণায়ামের অধিকার জন্মিবে। নাড়ীশুদ্ধি যত ভাল হইবে প্রাণায়াম তত সুন্দর নির্দ্দোষ ও শীঘ্র কার্য্যকরী হইবে। নাড়ীশুদ্ধিই সমস্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্যের গোড়াপত্তন। সেই জন্যই এইটা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পাকা সাধকদেরও মত তাই। ও সব ঠিক আছে—অগ্রসর হইতে থাকুন—আপনা আপনিই হইয়া যাইবে।

কোন মূর্ত্তির ত্রাটক এবং সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করিতে থাকিলে প্রথম প্রথম এক এক অংশ আসে আবার হয় ত কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু ক্রমে অভ্যাস করিতে করিতে পূর্ণ অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়। এবং

পরে সেই মূর্ত্তিকে জ্যোতির মধ্যে বসাইয়া দেওয়া সহজ হয়। যাহারা শুধু জ্যোতির ধ্যান করে তাহাদের অবশ্য অন্য মূর্ত্তির দরকার নাই।

যম, নিয়ম প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগের কয়েকটী কথা বাংলা করিয়া লিখিয়া দিতেছি—

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই আটটি যোগের অঙ্গ।

যম——অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

এতে জাতিদেশকাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি যম, এই সকল সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল কাজে পালন করিলে মহাব্রত পালন করা হয়। সকল পূজার, সকল ধর্ম্মকার্য্যের, সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ এই মহাব্রত,—ইহা ঠিক ঠিক পালন করিলে মানুষ দেবতা হয়।

অহিংসা——কায়-মনো-বাক্যে কাহারও মনে, শরীরে, কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া অহিংসা; কেবলমাত্র প্রাণীবধ না করাকেই অহিংসা বলে না।

সত্য——সংসারে একমাত্র সত্য কি? তিনি! সুতরাং তাঁকে ছাড়া মনে অন্য কিছুর স্থান না দেওয়াই সত্য পালন। এ ছাড়া সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা হইতে ভিন্ন থাকা,—মিথ্যা কথা, মিথ্যা চিন্তা, এমন কি অসরল সত্য পর্য্যন্ত। ইহারই নাম সত্য পালন করা।

অস্তেয়——যাহা নিজের নহে তাহাতে লোভ না হওয়া। নিজের কি? সংসারে কোন পদার্থই নিজের নহে। সুতরাং সমস্ত বিষয় হইতে মনকে তুলিয়া লইতে হইবে, কোন পর-দ্রব্যে মনে-মনেও যেন ভোগের ইচ্ছা না হয়।

ব্রহ্মচর্য্য——সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত না করিলে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় না। শ্রবণ, কীর্ত্তন, কেলী, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, ও ক্রিয়া নিষ্পত্তি,—মৈথুন বিষয়ে এই অষ্টপ্রকার ভাব ত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে।

অপরিগ্রহ——যাহা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজন তাহা ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য নিজের জন্য জমা করিয়া না রাখা, বা নিজের বলিয়া মনেও না করা। সংসারে যদি অনেক জিনিষ থাকে, তা পরের জন্য, নিজের ব্যবহারে তা নাইবা হ'ল।

নিয়ম——শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান, এইগুলি নিয়ম।

শৌচ—মৃত্তিকা এবং সলিলাদি-দ্বারা বাহ্য শৌচ। কোন প্রকার অপবিত্র (ঈশ্বর ব্যতীত অন্য) চিন্তা না করার নাম আভ্যন্তরীণ শৌচ।

সন্তোষ——অল্পে সন্তুষ্ট থাকা। তিনি যে অবস্থায় যেমন রাখেন, মহাসুখে অথবা দুঃখে, রোগেই হৌক, শোকেই হৌক, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকা।

তপস্যা——আসন প্রাণায়ামাদি যে সকল কার্য্য চিত্তের নির্ম্মলতা-সাধক তাহার অভ্যাস-জনিত যে কষ্ট স্বীকার, মনকে বশীভূত করিতে হইলে প্রথম প্রথম যে সকল অসুবিধা বা কষ্টভোগ করিতে হয়, তাহাকে তপস্যা বলে। নতুবা অনর্থক দেহকে কষ্ট দেওয়া বা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কিছু করাকে তপস্যা বলে না। যথা—

চিত্তপ্রসাদকারিণঃ প্রাণায়ামসমাদয়ঃ।
তদভ্যাস ভবস্য চ দুঃখস্য সহনং তপঃ॥

প্রাণায়াম আসনাদি চিত্তের প্রসাদ করায় এবং ইহাদের অভ্যাস-জনিত যে দুঃখ তাহা সহ্য করাই তপস্যা।

স্বাধ্যায়——প্রণবাদি পবিত্রাণাং স্বাধ্যাস্বরা জপ উচ্যতে।
অথবা মোক্ষ শাস্ত্রস্য সদৈবাধ্যয়ণং হি সঃ॥

প্রণবাদি (ওঁ) পবিত্র মন্ত্রের দ্বারা এবং সৎধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করাকে স্বাধ্যায় বলে।

ঈশ্বর প্রণিধান—দেহস্থ (ললাটস্থ) ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া যেন

সমস্ত কার্য্য করা হইতেছে, কোন কিছুই যেন তাঁর ইচ্ছার ব্যতিক্রমে হইতেছে না, তিনি যেন হৃদয়ে বসিয়া সব করিতেছেন, সর্ব্বদা সর্ব্বচিন্তায় এবং সর্ব্বকার্য্যে এইরূপ ভাবনার নাম ঈশ্বর প্রণিধান।

আসন—"স্থির সুখাসনম্" এই আসনকে আয়ত্ত করিতে হইবে। আসন-সিদ্ধ না হইলে যতক্ষণ ইচ্ছা বসিয়া কাজ করা যায় না। পা টন্ টন্ করে।

আসনসিদ্ধির উপায়—"অনন্ত আকাশ আমি", এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে গা ছাড়িয়া দিলে আসন শীঘ্রই সিদ্ধ হয়। তাই বলিয়া মেরুদণ্ড যেন না বাঁকে।

যাহা যাহা বলা গেল তাহা পালন করার নাম তপস্যা। এ সমস্ত পালন করিলে আনন্দ পাবেন। নিয়ম পালন প্রথমটা একটু কষ্টকর; একটু অভ্যাস না হ'লে এবং নিয়মমত কাজ না করলে ভাল লাগবে না। এসব নিয়মগুলি মনে রাখবেন, ভগবানের আদেশ। সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ পবিত্র না হ'য়ে কেহ তাঁর কাছে যেতে পারে না। গেলেও সে সুখ পায় না।

অত্র কুশল, আপনাদের নিত্য কুশল ভরসা। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

সবিনয় নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার চিঠি না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছি। আপনাকে যেন গৌরাঙ্গদেবের মত মনে হয়। তিনি যেমন তাঁর নামে ভাবে ডুবিয়া গিয়াছিলেন আপনিও ঠিক যেন তাই। আমি অতি তিমিরান্ধ, দুর্ব্বল, লোকের সঙ্গ করিলে যেন মনটা আরও খারাপ বোধ হয়। আহারাদির নিয়ম সম্বন্ধে দয়া করিয়া জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। অনেক বিষয়ে জানিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সব সময়ে বলিতে

মনে থাকে না। এ সংসারে কেবল দুঃখই বোধ করিতেছি। দুঃখই বা কত প্রকার আছে? এখন ভাগবত পড়িতে পারি কি না লিখিবেন। আপনার নিত্য কুশল প্রার্থনা করি। আমরা একপ্রকার আছি। শতসহস্র প্রণতি গ্রহণ করিবেন। ইতি সেবিকা—

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

এতদিন পরে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কলিকাতা আসিবার পর হইতেই স্থানের কোন বিশেষ স্থিরতা না থাকায় ঠিকানা দিতে পারি নাই। যাহা হউক এখানে বোধ হয় কিছুদিন থাকিতে হইবে।

এ স্থানটি বেশ সুন্দর। একেবারে সমুদ্রের উপরে ও অতি নির্জ্জন। ঘরে বসিয়া সমুদ্রের ঢেউগুলির খেলা দেখা যায়। তবে দুঃখের বিষয় এখানে অভাব খালি অন্নবস্ত্রের। আহার কেবল ভাত ভাত ভাত, অন্য কিছুই নাই; তবে যারা মৎস্যাশী তাদের খুব সুবিধা। চারিদিকে জঙ্গল, জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ—এদেশে এদেরই রাজত্ব।

আসল কথা কিন্তু অন্যরকম। দেশে দেশে কোন প্রভেদ নাই—ঠাকুর সর্ব্বত্রই। নানা দেশে নানা ভাবে সেই তাঁরই প্রকাশ, আমাদের শুধু ভেদ দৃষ্টি দূর হয় নাই বলিয়াই বুঝিতে গোল করি। কোন জায়গায় সুখী হই, আবার কোন জায়গায় দুঃখী হই। ডুব না দিলে এ ভেদদৃষ্টি যায় না। জানিবার আর কিছু নাই—এখন কেবল ডুব মারা। এক ডুবে…

গৌরাঙ্গদেবের মত এক কণাও হয় নাই। কণা হইতে পারিলেও জীবন ধন্য বোধ হইত। আবার ডুবইবা এখন কোথায় দিয়াছি—জলই নজরে পড়ে না, ত ডুবিব কোথায়?

লোক সঙ্গ যত অল্প হয়, ভাল। লোক সঙ্গে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, সময় নষ্ট হয়; তাঁতে মন থাকে না—বিষয়ে মন যায়। কথা খুব কমাইয়া দিবেন। নিতান্ত দরকার না হলে কথা বলিবেন না। হাত দিয়া যখন কাজ করিবেন, মনে তখন জপ, চিন্তা, বা তাঁর অস্তিত্ব ললাটে ধ্যান করিবেন, ভাবিবেন সর্ব্বদা তাঁর দ্বারাই সব হইতেছে, তিনিই সব করাইতেছেন। তিনি দূরে নন্, শরীরেই, ললাটদেশে।

আপনি নিজেকে দুর্ব্বল, তিমিরান্ধ মনে করিবেন না। তাঁর জন্য যে ব্যাকুল হয়, কাঁদে, তাঁকে যে চায়, তিনি তাকে ভুলে থাকেন না। আপনি জানিয়া রাখুন তিনি আপনার খবর রাখেন, এসব কথা পরে টের পাইবেন, এখন নয়। তাঁর চোখে ঘুম নাই, তাঁর দুই চক্ষু ললাটে জ্যোতি-রূপে বর্ত্তমান, ভুলিবেন না। কিসের মোহান্ধ! নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করিবেন। "তাঁর সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছে, তাঁর গৌরবে আমার গৌরব. আমি কি কম?"—এই মনে করিবেন।

যে সকল বস্তু আহার করিলে পুষ্টি হয়, যেগুলি স্নিগ্ধ, মনোজ্ঞ, প্রীতি-প্রদ, অথচ দুষ্প্রাপ্য নয়, তাহাই যোগীদের পক্ষে ব্যবস্থা। মিতাহার নিতান্ত দরকার। উপবাস, বা যোগের আরম্ভে একাহার, এ সকল উচিত নয়। শরীরকে ক্লেশ দিবেন না। তবে একাদশীর উপবাস করিলে, সমস্তদিন অন্য কিছু না করিয়া খালি সমাধির চেষ্টা করা খুব ভাল। উপবাসের দিনও খৈ দুধ ঐ রকম কিছু খাইতে হয়। প্রাণায়াম অভ্যাসের পর উপবাসাদি হইবে, এখন নয়। উপবাস খারাপ হইলেও, একপ্রহর ক্ষুধা সহ্য করিলে কোন দোষ হয় না। একবারে ভরা পেট আহার না করিয়া, অল্প অল্প অনেকবার আহারই প্রশস্ত। গীতায় আহারাদির যেমন ব্যবস্থা আছে তাহাই প্রশস্ত। ভাজাভুজি বেশী কেন, মোটেই না খাইলে ভাল হয়।

যোগশাস্ত্র পড়িয়া, এবং অভ্যাস করিয়া, যা বুঝিয়াছি, তাঁর দয়ায়

তাই লিখিলাম। এ ছাড়া আসল কথা যোগ দর্শনে আর বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এইগুলি পালন যদি ঠিক ঠিক করিতে পারেন তবে সমাধিলাভ আপনার করতলগত। কর্ম্ম করিলেই তার ফল অবশ্যম্ভাবী। এ সব কথা বিশ্বাস করুন।

দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক। মানসিক দুঃখ সন্তোষের অভাব। মনের ক্ষোভই অসন্তোষের কারণ।

ভাগবত পাঠ করিবার বাসনা হইয়াছে তাহা মন্দ নহে। কিন্তু ভাগবত বড় শক্ত পুস্তক। চিত্তশুদ্ধি না হইলে তাহার রস গ্রহণ করা অসম্ভব। চিত্তশুদ্ধি না হইলে ভাগবতের প্রেমের কাহিনী শুধু কামের কাহিনী বলিয়া মনে হইবে। ভাগবত পাঠের সময় হইয়া থাকিলে, জানাইবেন ; যাহা প্রতিবন্ধক জানাইলাম, এজন্য মনে কিছু করিবেন না। তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, সুখ-দুঃখ বা লোকের গঞ্জনার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, কাহাকেও দুঃখ না দিয়া, আপনার কাজ করিয়া যান ; তাঁর দয়া হইলে সব মঙ্গল হইবে, ইহার অধিক সত্য কথা আর নাই। ক্রমে তাঁহার দিকে টান পড়িলে সংসারের সামান্য ব্যাপার আর দৃষ্টিগোচর থাকিবে না, যাহাতে টান বাড়ে তাহাই করিতে হইবে ; তাঁহার উপর সমস্ত ছাড়িয়া না দিলে, সর্ব্বাবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে না শিখিলে, টান প্রখর হয় না।

অত্র মঙ্গল। আপনাদের নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। জ্যোতির ধ্যান কেমন করিয়া অভ্যাস করিতে হয়? নামে ও জপে কি

পার্থক্য, জানাইয়া বাধিত করিবেন। আমার শতকোটী প্রণতি গ্রহণ করিবেন।

পুঃ—সময়ে সময়ে জপের হিসাব রাখিতে ইচ্ছা হয় না।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! ধ্যানের পূর্ব্বে প্রথমে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করিবেন। চোখের পলক খুলিবেন না। ক্রমে চক্ষু হইতে জল পড়িবে ও আপনা হইতেই চক্ষু মুদ্রিত হইয়া যাইবে; দিনে ভ্রূ হইতে জ্যোৎস্নাই দেখা যাইবে, রাত্রে তাহা না থাকিবারই কথা। ধ্যান করিবার পূর্ব্বে অন্যান্য ক্রিয়া সারিয়া লইবেন। চক্ষু বন্ধ হইলে জ্যোতি দর্শনের ইচ্ছা ও চেষ্টা করিবেন। প্রথমে নানাবিধ আলো দেখিতে পাইবেন, নানা রকম ফোঁটা ফোঁটা, লম্বা লম্বা, নীল হলদে লাল। সেগুলিকে নিজের ভ্রূমধ্যে আট্‌কাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেন। মন বিক্ষিপ্ত হইলে ঐ সকল আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে, মন স্থির হইলে সব এক জায়গায় স্থির হইয়া জ্যোতিরূপ ধারণ করিবে। কাজকর্ম্ম করিতে করিতে মন স্থির হইবে। মনে রাখিবেন, যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি—যাহা সাধন তাহাই সিদ্ধি। অথবা সাধনার চেষ্টার নামই সিদ্ধি। এই জ্যোতি ধারণা করিতে হইলে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিবেন; সূর্য্যের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পরে চক্ষু বন্ধ করিলে বুঝিতে পারিবেন, জ্যোতি কত সুন্দর—চেষ্টা করিতে করিতে এই ভাবটি আসিবে।

জপের কোন বাঁধা নিয়ম না থাকাই ভাল। নাম ও জপের ভিতরে কোন পার্থক্য নাই। নাম উচ্চৈস্বরে, জপ মনে মনে। হাতে হিসাব নাই বা রহিল,—সাক্ষী কি হইবে! তাঁর নামের আবার হিসাব

কি? সকল সময়ে কাজে কর্ম্মে আহারে বিহারে অনবরত জপ চলিতে পারে। হাতে কাজ হৌক—মনে মনে জপ চলুক। শুইতে গিয়া ঐভাবে জপ চলিতে থাকুক, নিদ্রা ভঙ্গে আবার আরম্ভ হৌক।

মন কি এখনও কেমন কেমন করে! মন কি চায়—মুক্তি না বস্তুলাভ? এবং এখনকার অবস্থায় ইহার মধ্যে প্রভেদই বা কি? কি কি দূর হইলে এবং আরও নূতন কি কি আসিলে আমরা তেমন অবস্থা লাভ করিতে পারি, ভাবিয়া দেখিতে হয়। যাহা দূর করিতে হইবে তাহা দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা, এবং যাহা বাড়াইতে হইবে তাহার জন্য খাটা। যাহাতে সেটা ভাল অভ্যাস হয়, এই কথা। তার পর তাঁর মনে যা আছে, তাই।

আজ এই পর্য্যন্ত। অত্র কুশল, আপনাদের নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

প্রণাম-পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। মায়া এখনও গেল না। ভবে এসে কেবল ঘুরে২ মরলাম! আর কবে কি হবে? আপনার কুশল সংবাদ আশা করি। আমার শতকোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! মায়াটা বস্তুতঃ ভয়ানক জিনিষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াই কঠিন। যাবৎ না সমস্ত কার্য্যের শেষ হয়, তাবৎ থাকিবেই। ইচ্ছা করিলেই মায়াকে দূর করিয়া দেওয়া যায় না। মায়া ভাল কি মন্দ, হিতকর কি অহিতকর, তাহার বিচার নিজে করিবেন। যে মায়ায় আকৃষ্ট হইলে মানুষ নামিয়া আসে, আসল কথা ভুল হইয়া যায়, সেই মায়া নিকৃষ্ট; কিন্তু যে মায়ায় মানুষকে উন্নতির পথে লইয়া যায়, তাহা উৎকৃষ্ট। তবে ভগবান লাভ এই দুই মায়ারই অতীত। সে অবস্থা কখনও হঠাৎ পাইবার আশা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ঘটিয়া উঠা প্রায়ই কাল সাপেক্ষ। মনে কত কি আসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে থাকে, তাহার শেষ নাই; চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কাজকর্ম্ম এবং নিয়মগুলি যথাযথ পালন করিতে

থাকিলে এসব কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন অভীষ্ট লইয়া এমন ব্যস্ত থাকিবেন যে অন্য বাহ্যিক বিষয়ে আর মনোযোগ থাকিবেই না। ঐ জপ ও ঈশ্বর-প্রণিধান-দ্বারা সমস্ত সুন্দর হইয়া উঠিবে। লাগিয়া থাকুন হইয়া যাইবে। যদি কোন দুর্ব্বলতা থাকে, তাহাতে ভয় পাইয়া হাল্ ছাড়িলে চলিবে না। যাহা আছে থাকুক, কাজ করিতে করিতে সময়ে সব দূর হইয়া যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যখন যে অবস্থায় রাখেন সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কারণ তিনি মঙ্গলময়, তাঁর ইচ্ছায় বা কার্য্যে আমাদের অমঙ্গল হয় না। বস্তুতঃ আমরা তাঁর ইচ্ছায় চলিতেছি এবং পরিচিত হইয়াছি। তাঁর ব্যবস্থায় আমাদের সবই মঙ্গল হইবে,—যদি তাঁকে না ছাড়িয়া দিই।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম-পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া বিমলানন্দ লাভ করিলাম। এখানে মনটা ভাল লাগিতেছে না, শরীরও বিশেষ ভাল নাই, কর্ম্মত্যাগ করিলে বিশ্রামে একটু মন ও শরীর ভাল হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। কি করিব দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। শ্রীচরণ কুশল চাই। এ দীনার ভক্তিপূর্ণ প্রণতি গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! শরীর যাহাতে রক্ষা পায় তার চেষ্টা করিবেন। শরীর ভাল না থাকার প্রধান কারণ মানসিক অশান্তি বা অসুখ। মন যেখানে

ভাল থাকে, সেখানে আর অন্য অসুখ থাকিতে পারে না। তবে সাধকের উচিত, যখন যেখানে থাকুক, সেইখানে থাকিয়াই যাহাতে মনের শান্তি বজায় রাখিতে পারে তাহার চেষ্টা করা। সকল অবস্থায় যদি ধ্যেয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে, তবে এ অশান্তি সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। যাঁহাদের নির্ভর আছে তাঁহারা সকল অবস্থায় ও সকল স্থানে শান্তিভোগ করিতে পারে। সাধনা একটু পাকিলে আর বিঘ্ন থাকে না।

ইচ্ছা বা কামনার নাশ হইলে বস্তুলাভ হয়, সন্দেহ নাই। তবে এই বস্তু লাভ করিতে হইলে আবার দেখা যায়, কোন একটা কিছু আরাধ্যতে ইচ্ছার প্রবল প্রয়োগ করিতে হয়,—যে যে পন্থাবলম্বীই হৌক না কেন। ঐ যে ইচ্ছার প্রবল প্রয়োগ, ইহাই সাধনা। ইচ্ছার বিনাশ যতই ইচ্ছা করুন না, কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন যেন কর্ম্মের বিনাশ না হয়। সেই ধ্যেয় পদার্থের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকুক। কিন্তু তাই বলিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া, তাহা খুব একাগ্রতার সহিত করিয়া যাওয়াই ধর্ম্ম, এবং তাহাই উন্নতির হেতু। গীতা এ-কথাই বলেন সন্দেহ নাই; কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগই যেন শ্রেয়।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম-পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। মানুষ কি লইয়া থাকে? এখনও মায়া মোহ গেল না, কি করিয়া এই ভববন্ধন মোচন হইবে, দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। শ্রীচরণ-কুশল প্রার্থনা করি। কোটী কোটী প্রণতি গ্রহণ করুন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! যাহাকে মায়া মোহ বলিতেছেন, তাহা মোহ হইলেও এখন জোর করিয়া ছাড়া যাইবে না—মনে মনে বিচার, ও ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম অনুভব করিতে থাকিলে, আপনিই সব ছুটিয়া যাইবে। তবে মনে করাইয়া দেওয়া চাই, নতুবা বিচার চলিবে কেন? ভুলিয়া যাইবেন যে! আস্তে আস্তে সব হইয়া যাইবে, তবে অনবরত চেষ্টার দরকার। মূর্ত্তি ধ্যানে যাহা আসে তাহাই ভাবনা করুন—সঙ্গে ভাব জুড়িয়া দিন। মন যত স্থির হইবে, ক্রমে মূর্ত্তি তত প্রকাশিত হইবে।

মানুষ কি লইয়া থাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যার যা ক্ষমতায় কুলায় সে তাহা লইয়া থাকে। কেহ স্থূল ও ভুল একসঙ্গে মিলাইয়া বসিয়া থাকে; কেহবা ভুল নয়, শুধুই স্থূল; কেহবা শুধু ভুল। কেহ সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যে, কেহ আরও উপরে। তবে যার যাহা আছে তাই লইয়াই কাজ আরম্ভ করুক, ক্রমে অগ্রসর হইবে সন্দেহ নাই। আপনি ভয় পাইবেন না, আপনার ভাব কোন অন্যায় ভাব নয়,—সাত্ত্বিক তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে একটু অগ্রসর হইলে তখন আর ইহাতে আনন্দ পাইবেন না। ছেলেরা পুতুল লইয়া সুখী হয়; বড় হইলে তখন অন্য কিছু চায়। আপনার একদিন গিয়াছে যখন ইহাতে শান্তি হইত। এখন অবস্থা উন্নত হইয়াছে, এখন সূক্ষ্মানুভব হইলে শান্তি কতকটা হইবে, কিন্তু তাহাও পূর্ণ নয়। আবার আরও সাধনা আছে। আস্তে আস্তে যাইতে হইবে, তাঁর ইচ্ছা হইলে সব হইয়া যাইবে।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম-পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। মূর্ত্তি মোটেই প্রকাশ হইতেছে না, কি উপায়ে শীঘ্র মূর্ত্তি প্রকাশিত হয় জানাইয়া শান্তি দিতে ভুলিবেন না।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! মূর্ত্তি দর্শন হয় না, তাহার কারণ অন্য কিছুই নয়, কেবল চিত্ত স্থির হইতেছে না বলিয়া। প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, এই তিনটি অবস্থা একই, প্রভেদ শুধু তারতম্য। এ-কথা আপনাদের জানা না আছে এমন নয়। প্রত্যাহার অবস্থায় মূর্ত্তি সহজে আসে না। প্রত্যাহার অর্থে মনকে গুটাইয়া আনিয়া কোন একটী কেন্দ্রে স্থির করিবার চেষ্টা করা। ক্রমে সেই চেষ্টা করিতে করিতে ধারণা হয়, অর্থাৎ মূর্ত্তিতে চিত্ত অনেকটা স্থির হয়। তারপর ধ্যান হইতে আরম্ভ করিলে মন হইতে মূর্ত্তি সহজে সরিয়া যায় না। ধ্যান যখন খুব অগ্রসর হয় তখন তাহাকে সমাধি বলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যাহার ও সমাধিতে শুধু প্রভেদ এই যে, একটি পাতলা, অপরটি ঘন,—যেমন দুধ ও ক্ষীর। মনের চঞ্চলতা যত কমিবে, ততই এ-সকলে চিত্ত স্থির হইবে।

তারপর যখন দেখা যাইতেছে যে পুনঃপুনঃ শুধু দেখিয়া কোন ফল নাই, তাহাতে যন্ত্রণা বাড়ে ছাড়া কমে না, মনের চঞ্চলতা আসে কিন্তু স্থিরতা আসে না, তখন সে দেখায় কি লাভ? বাহিরে যিনি

আছেন তাঁহাকে বাহিরে পাইয়া যখন যথার্থ পাওয়া হয় না, তখন যাহাতে অন্তরে পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমতীর কর্ত্তব্য। কিরূপে মনের স্থিরতা আসে, কিরূপে চিত্ত শুদ্ধ হয় তাহা আপনাকে বলা হইয়াছে। মানসিক চঞ্চলতায় কি ক্ষতি হয়, এ-কথাও বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রাণপণে সেই সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠান পালন করিয়া একাগ্রচিত্তে সাধন করিতে থাকিলেই সত্য প্রকাশিত হইতে থাকিবে, ও শান্তি আসিতে থাকিবে। ঔষধ অপেক্ষা কুপথ্য অধিক হইয়া পড়িলে রোগী দীর্ঘকাল ভোগে।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম-পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া বিমলানন্দ লাভ করিলাম। কোন চেতন মূর্ত্তিতে যদি ভালবাসা হয়, তাহাতে দুঃখের নিবৃত্তি কি হইতে পারে? বুঝাইয়া কৃতার্থ করিবেন। শ্রীচরণ-কুশল প্রার্থনা করি। এ দীনের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! ভালবাসা বা প্রেম যেখানে, প্রেমময়ও সেইখানে, কারণ তিনি ঘনীভূত প্রেম। এই টান যেখানেই হোক তাহা সুন্দর ও আনন্দের। সাধারণ বা হেয় যে ভালবাসা, তাহার মধ্যেও তাঁর প্রকাশ তাহাতে সন্দেহ নাই। বলিতে পারেন, তাতে দুঃখ যায় না কেন? পূর্ণ শান্তি মিলে না কেন? ঐখানেই আসল কথা—ওজনের পার্থক্য। কাহারও এক আনা প্রেম, বাকী পনর আনা বাজে; সে এক আনা

শান্তি পায়। প্রেমকে ধরিয়া সাধনা করিতে হয়, যাহাতে এই ষোল আনা প্রেম লাভ হয়। ঘণ্টায় ঝাঁটার কাঠি দিয়া মারিলে টিং টিং করে, মুগুর দিয়া ঘা দিলে জোর ঢং ঢং শব্দ হয়; ঘণ্টা সেই একই। সেইরূপ বেশী কম কেবল ব্যবহার গুণে।

আপনাদের ভালবাসা উচ্চ-অঙ্গের, তাহ[illegible] সন্দেহ নাই। শুধু এই ভালবাসার সাধনা করিয়া যাইতে পারিলে ধন্য হইয়া যাইতে পারা যায়। সেই জন্য উহা পরিত্যজ্য নহে, উহা মূল্যবান। তবে একটা কথা আছে। ঐ যে স্থূলের উপর টান ওটা আস্তে আস্তে কমিলে ভাল। শ্রীরাধিকা একশত বৎসর সেজন্য কাঁদিয়াছিলেন। তিনি যখন কৃষ্ণময় হইয়া গেলেন, চতুর্দ্দিক্ কৃষ্ণময় দেখিলেন, তখন তাঁহার বিরহ গেল, তিনি তখন ভাবে বিভোর। তন্ময়তা লাভ হইলে তবে পূর্ণ শান্তি। আপনারা উভয়েই প্রকৃতি-দেহ, আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নাই, ধরিয়া থাকিলে বিফল হইবেন না।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

শতকোটী প্রণাম নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার চিঠি পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। নাম ও রূপের উদ্দেশ্য কি? নামের মধ্য দিয়া কি প্রকারে ভাবের উদয় হইয়া জগতে মানবকে পরম পদের অধিকারী করে, এবং প্রেমের সাধনায় জ্ঞানের প্রয়োজন আছে কি না, জানাইয়া বাধিত করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! নাম ও রূপ এই দুইটি জিনিষ লইয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। নাম ও রূপ বাদ দিলে স্থূল জগৎই লোপ পায়। নাম ভাষার একটা ক্ষুদ্র অংশ; রূপ অনন্ত ভাবের সামান্য প্রকাশ। ভাবও স্বয়ং নহেন; ইনিও কিছুর প্রকাশ। ভাব যাহাকে প্রকাশ করে তাহাই প্রেম। প্রেম পদার্থ (ষোলা আনা) অনেক দূরে। তাহার একটী আধটী ফিন্‌কী সৌভাগ্যক্রমে ভাবের ভিতর দিয়া নামরূপে আসিয়া সামান্য আভাস দেয়।

অনেকের ধারণা যে, প্রেমের সাধনায় আবার জ্ঞানের দরকার কি? যখন মানব প্রেম-সাগরে ডুবিয়া যায় তখন আর বিচার কোথায়? কিন্তু সে অবস্থা যতদিন হয় নাই, যতদিন এ করিব না ও খাইব না এ-সব বোধ আছে, ততদিন জ্ঞানও দরকার। জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ বিচারের দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম বুঝিতে হইবে।

স্থূল সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না, একথা ভালরূপ আলোচনা করিয়া, মনে সে ধারণা বদ্ধমূল করিতে হইবে। অবশ্য স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্ম ধরা কঠিন ব্যাপার। সেই স্থূলকে অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্মে পঁহুছিতে সুবিধা, সুতরাং স্থূল পরিত্যাজ্য নহে।

তবে স্থূলের সঙ্গে ভাবের চাষ দিতে হইবে। কোন প্রীতিকর ঘটনা ঘটিলে, বা কোন কারণে আনন্দ পাইলে, যে ভাব অনুভূত হয়, শুধু সেই অনুভবটাকেই ধরিয়া রাখা, তাহারই দীর্ঘকাল আস্বাদন করা, ইহার নাম ভাবের সাধনা। ইহা খুব উচ্চ অঙ্গের সাধনা। অগ্রসর হইলে স্থূলে সূক্ষ্মে, ভাবে অনুভবে, কতকটা কি সম্বন্ধ, ও তাহাদের প্রাণ কোথায়, বুঝা যাইবে। অজপা অভ্যাস হইলে তবে এর অধিকারী

হয়। অধিকারী হইলে তবে সাধনা করিতে হয়, নতুবা ফল ভাল হয় না।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম-পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া সবিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। সন্ন্যাস লইবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইতেছে। উহা না হওয়া পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। আপনার অনুমতি চাই। শ্রীচরণ-কুশল প্রার্থনা করি। আমার কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! আপনাদের যে, সন্ন্যাস লইবার বাসনা হইয়াছে, উহা অন্যায় এ-কথা ঠিক বলা যায় না। সন্ন্যাসের বাসনা উত্তম, এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু বাধা-বিপত্তি অনেক, এবং আপনাদের সাধনার নিতান্ত প্রথম অবস্থা বলিয়াও, অনেক চিন্তা করিয়া দেখা গেল, এখন সে ব্যবস্থা দিতে কেমন আটকায়। এখন সন্ন্যাস লইলে উপকার অপেক্ষা ক্ষতি বেশী। তারপর নিজের অবস্থায় সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকিলে মন স্থির হইতে পারে না,—আর এক মহা দোষ, ভগবানে নির্ভরতা কমিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় আপনারাই বিবেচনা করিবেন।

যাহাতে আপনাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে এমন কোন কার্য্যে অমত করা যায় না। আপনারা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি লাভ করেন, এটা যেমন আপনাদের ইচ্ছা, এ শরীরেরও কি তাহা নহে? যদি কোন্ শারীরিক বা মানসিক কষ্ট করিলে আপনাদের উন্নতি হয়, সে

কষ্ট সহ্য করিতে যাহাতে আপনারা ইচ্ছুক হন, তাহা আপনাদের হিতাকাঙ্খীরও মত। কোন প্রকার মায়া-দ্বারা বশীভূত হইয়া কথা বলিবার মত অবস্থা এখন এ শরীরের নহে। যাহাতে সত্যলাভ হয়, তাহাতে যদি পৃথিবীর সকলের অমত হয়, তবুও তাহাতে 'না' বলিবার অভ্যাস নাই। মরিলে যদি ভাল হয়, আপনাদের সে পরামর্শ দিতেও কুণ্ঠিত হইব না।

তথাপি সন্ন্যাসের অমত করিতেছি তাহার কারণ আছে। বস্তুতঃ সন্ন্যাসের কালাকাল নাই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই, সকল সময়ে অনুমতিরও দরকার নাই। শুধু দিন কয়েক ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, সব ঠিক হইয়া যাইবে। এখন নহে।

অত্র কুশল, নিত্যকুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম-পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। ত্যাগী না হইতে পারিলে কোন কাজই হইতেছে না বলিয়া মনে হয়। দয়া করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! ত্যাগ ব্যাপারটা বিশেষ একটু শক্ত। ত্যাগী অবস্থাটা কঠিন হইতেও কঠিন। ত্যাগী বলিলেই ত্যাগী হওয়া যায় না। ত্যাগ কাকে বলে জানা-ও যেন শক্ত। সকলের নীচু ধাপ তমঃ,—তেজোবীর্য্যহীন, উৎসাহের অভাব, ম্যাদাটে (যেমন চিঁড়ার ভাত)। তারপর দ্বিতীয় ধাপ রজঃ,—উৎসাহ, উদ্যম, কর্ম্ম, ইত্যাদি। তারপর সত্ত্বগুণ, সাম্য ভাব। তারপর ত্যাগ; আগে ত্যাগ হয় না। আগে মানুষকে

সাত্ত্বিক হইতে হইবে, পরে ত্যাগের কথা। ত্যাগ করিতেও হয় না,—কর্ম্ম করিয়া যাইতে হয়, ত্যাগ আপনিই আসে। কেবল মুখে ত্যাগ ত্যাগ করিলেই ত্যাগ হয় না। তমঃ বা রজঃ হইতে ত্যাগ হয় না। কর্ম্মের দ্বারা সাত্ত্বিক হইতে পারিলে তবে ত্যাগ হইবে, জানিবেন। এখনও কিছু ছাড়া হয় নাই—ত্যাগের "ত"ও নয়। লিখিয়াছেন মাত্র একটা বন্ধন আপনার আছে, আর কিছুই নাই। কিন্তু আপনি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখুন, আসলে কিছুই ছাড়া হয় নাই। বস্তুতঃ মানুষ যখন ভাবে আমি সব ছাড়িয়াছি, এইটুকু বাকী, তখন সে নিশ্চয়ই নিজের ভিতর-দিকে তাকায় নাই; অথবা তাকাইলেও দেখিতে পায় নাই। ত্যাগ বড় শক্ত কথা। আশীর্ব্বাদ করি যেন যথার্থ ত্যাগী হইতে পারেন।

অত্র কুশল, নিত্যকুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম-পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সন্ন্যাস লইবার জন্য মন বড় অস্থির হইতেছে। কোন বাধা মানিতে ইচ্ছা হইতেছে না। এখন সন্ন্যাস দিলে কি ক্ষতি হইবে, দয়া করিয়া জানাইবেন। শ্রীচরণ-কুশল প্রার্থনা করি। আমার ভক্তি-পূর্ণ প্রণতি গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা ললিতা! সন্ন্যাস সকলের জন্য ব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু অধিকারী অনুযায়ী তাহার কালাকাল আছে, অনেক দেখা-শুনার আবশ্যক আছে। সন্ন্যাস সহজ জিনিষ নয়, যেমন তেমন করিয়া ব্যবহার করা চলে না। যাঁহারা সন্ন্যাসের ঠিক ঠিক ব্যবহার না করেন তাঁহারা

ঠকেন। সময় হইলে সন্ন্যাসের জন্য আটকায় না—আপনি হইয়া যায়। অসময়ে টানিয়া লম্বা করিতে গেলে ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। খাম-খেয়ালী কোন কাজই করা ভাল নয়।

তারপর, সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য কাহারও সন্ন্যাস দেওয়ার অধিকার নাই। সন্ন্যাসীও শিষ্যকে যথেষ্ট পরীক্ষা করিয়া সন্ন্যাস দিয়া থাকেন। সন্ন্যাসের অনুষ্ঠানটীও বিরাট ব্যাপার—২।৩ দিনের কমে তাহার সকল অঙ্গপূর্ণ হয় না। একজন সন্ন্যাসী গুরু, এবং সন্ন্যাস লইবার মত স্থান, সময় ও সুবিধা কোথায় যে, ইচ্ছামত সন্ন্যাস গ্রহণ করা যাইতে পারিবে?

তারপর, ঘরের অবস্থায় ও বাহিরের অবস্থায় অনেক প্রভেদ আছে। ঘরে বসিয়া নিজ নিজ কর্ম্ম করিবার যেমন সুবিধা, বাহিরে ততটা নাই। ঘোরা-ফেরায় অনেক ঝঞ্ঝাট্ সহিতে হয়,—অনাহার, অনিদ্রা, শীত, রৌদ্র, বর্ষা, এ সমস্তই; সর্ব্বোপরি সহিতে হইবে লোকের গঞ্জনা ও অত্যাচার! ঘরে বসিয়া এই দুনিয়াটাকে যেমন যেমন মনে হয়, উহা ঠিক তেমন নহে। আপনারা মাতৃজাতি, সহজে দুর্ব্বল, বয়স ও তেমন বেশী নহে, সংসারের অভিজ্ঞতা ঠিক ঠিক হয় নাই। এ অবস্থায় একটু না ভাবিয়া তাড়াতাড়ি কিছু করিয়া ফেলিবেন কি না, সেটা একটু ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়।

শেষ কথা এই, ঘরে বসিয়া যে শিক্ষা হইতেছে তাহার বিপরীত কাজ করিয়া কি ফললাভ হইবে? নির্ভরতা থাকা চাই, সকল অবস্থায় সর্ব্বকালে তাঁহাতে অচল বিশ্বাস্ এবং ভক্তি রাখিয়া, যখনই যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তাহা সহাস্য বদনে সহিয়া, সাধনা করিয়া যাইতে পারিলেই শীঘ্র কাজ হইবে। ঘরের বাহিরে কি আছে?—সবই নিজেদের ভিতরে। বাহিরে যে কিছুই নাই, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু বাহিরে যাহা লাভ হয় তাহা পাইবার অবস্থা ও সময় এখনও হইয়াছে

বলিয়া আমার মনে হয় না। সে সময় যখন হইবে তখন ঘর ছাড়াইয়া বাহির করিবার উপলক্ষ্যও জুটিবে।

এখন ধীর ভাবে সকল অবস্থায় নিজেকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। যম, নিয়ম (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা) এ সকল সুচারুরূপে পালন না হইলে চিত্ত শুদ্ধি হইতে দেরী লাগিবে। চিত্ত শুদ্ধি হইতে দেরী হইলে বস্তু লাভে দেরী হইয়া পড়ে।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা। ইতি—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

শতকোটী প্রণাম নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার চিঠি পাইয়া বিমলানন্দ লাভ করিলাম। বহু জন্মের পূত তপস্যার ফলে আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া নিজেকে মহা ভাগ্যবতী মনে করিতেছি। কয়েকদিন হইল বন্ধুর ঘর চুরী হইয়াছে। সব আপনার কৃপা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁকে লাভ করিবার পথে আসিয়াও তাঁকে ছাড়া মন কত কি বাজে বিষয় ভাবে। বলিতেও ভয় পাই, পাছে আপনার কৃপা হতে বঞ্চিত হই! চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ কি? এবং কি হইলে এ সকল দুর্দ্দৈব যায়? দয়া করিয়া জানাইবেন। আপনি আমাদের যে যজ্ঞানুষ্ঠান দিয়াছেন তাহা কোন্ সময়ে এবং কি নিয়মে করিলে ভাল হয়, কৃপা করিয়া জানাইবেন; এবং এ সম্বন্ধে কালাকাল বিচার কিছু আছে কি? সংসারে এক মুহূর্ত্ত থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। শ্রীচরণের কুশল প্রার্থনীয়। আমার শতকোটী ভক্তিপূর্ণ প্রণতি গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! গত কল্য আপনার চিঠি পাইয়াছি। আর একটু পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। চাপায় লাভ নাই; যাহা চাপা থাকিল তাহা চাপাই রহিল। মনের ভাব প্রকাশ করুন, খাঁটি হয় টিকিয়া যাইবে, পাকা হইবে; আর ঝুটা হইলে নষ্ট হইবে, মরিয়া যাইবে; এই রকম নিয়ম।

বন্ধুবান্ধবদের কাছে (অবশ্য যাহারা কোন কথা প্রাণ গেলেও প্রকাশ করে না তাহাদের কাছে) সব কিছু প্রকাশ করিলে মন হাল্কা হয়, এবং খাঁটী জিনিষ বাড়ে, অখাঁটি কমিয়া যায়। তবে অন্য লোকের কাছে চুপ! নরোত্তম দাস বলেন, "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা, ইহাতে হইবে সাবধান। না করিও কেহ ক্রোধ, না লইয়ো কেহ দোষ, প্রণমহুঁ ভক্তের চরণ॥" মনে করিবেন না সময় নষ্ট হইবে। ইহাও সাধনা বলিয়া জানিবেন। নিজেকে যখন প্রকাশ করা যায়, তখন নিজের ভিতরের খুঁতগুলি সব দেখা যায়, ক্রমে তাহাদের উপর ঘৃণা হয়, এবং নিজের ভিতরটা কদর্য্য বলিয়া মনে হয়। তাহাদের তাড়াইয়া তবে শান্তি হয়। এর নাম চিত্তশুদ্ধির আরম্ভ।

আপনি জানিতে চাহিয়াছেন চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে কি না? তার উত্তর দিতেছি।—বৈষ্ণব বলেন, "হরিভক্তি হয় যদি, তবে হয় চিত্তশুদ্ধি, তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা।" যোগশাস্ত্র বলেন, চিত্তের অনেক প্রকার ভূমি আছে,—ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ়, ইত্যাদি,—এবং শেষ দুই ভূমি, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। একাগ্র ভূমিকা হইলে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে জানিতে হইবে। যখন ঐ চিন্তা, ঐ ধ্যান, ঐ জ্ঞান—অন্য কিছু ভাল লাগে না, অন্য কাজ করিতে সাধ যায় না, তখনই ভূমি একাগ্র এবং তখনই চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে জানিতে হইবে।

নারদ এ অবস্থা সম্বন্ধে বলেন—"ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি, ন শোচতি ন দ্বেষ্টি—যে অবস্থা পাইলে মানুষ আর কিছুই চায় না, শোক করে না, দ্বেষ করে না, সুখী বা দুঃখী হয় না, বা কোন কার্য্যে আসক্তি বা উদ্বেগ থাকে না।

আবার গীতা বলেন—

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২ অধ্যায়॥

মাঘ মাসের রাত্রে পুত্র-শোকাতুরা মায়ের শীত থাকে না। তাঁর মন তখন শরীরে নাই। সেই রকম, মনে এমন টান আসিবে যে আর সব তুচ্ছ হইয়া যাইবে। যখন চিত্তশুদ্ধি হয় তখন অন্য পার্থিব সমস্ত পদার্থ ছোব্ড়া হইয়া যায়, রস থাকে না। যাঁর যতটা পরিমাণ এই টান হইয়াছে, তাঁর ততটা চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। আর কিছু বলিব না। বিচারের ভার আপনার, মিলাইয়া লইবেন।

বদ্ধজীবের অবস্থা কি জানেন? একজন কবি বলিয়াছেন—

কুসঙ্গে অন্য কথা সর্ব্বদা প্রবৃত্তি তথা
সাধুসঙ্গ কাঁটা হেন জ্ঞান
যদি দৈবে কভু হয় তবে যেন বিন্ধে গায়
উষি-পুষি করিয়া প্রস্থান।

আর ভক্ত জন কেমন জানেন? কবি বলেন—

যে মুখেতে অবিরাম উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম
সে না মুখ চন্দ্রের সমান
দেখিতে শীতল করে হরিনামামৃত ঝরে
সাধু নেত্রে চকোরের প্রাণ!

আবার অপর জীবদের কবি কি বলেন শুনুন—

হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তাঁহার স্মরণ ভেবে দূরে।
অর্থ লাভ এই আশে কপট বৈষ্ণব বেশে
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে॥

আর এক কবি বলেন—

মুখে করি হৃষীকেশ তাহে যদি সাধু দ্বেষ
তবে বক্র মুখ কেন নও।

অগ্নি দিয়া হেন মুখ পোড়ালে না ঘোচে দুখ
তাহে কৃষ্ণ কও বা না কও ॥

অশুদ্ধ চিত্তে কেবল অহঙ্কারের রাজত্ব। "আমি" না ম'লে হবে না। এ "আমি"র দ্বারা শুদ্ধি হবার নয়। তবে যদি সকলে দয়া রাখেন, তাঁর দয়া হয়, তবে।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিমাগচ্ছতি ॥

বোবায় কথা কয়, খোঁড়ায় চলে, পাপীকেও তিনি ধর্ম্মাত্মা করিতে পারেন ; এই ভরসা, আর ভক্তজনের দয়া।

সংসারে মন টিকে না—কোথায় যাবেন ? বনে ? পাগলামী নয় কি ? বনে গিয়ে কি হবে ? হরি আছেন ? আর ঘরে নাই ? বনে পশুরাও ত বাস করে, হরি পায় না কেন ?

একটা গান আছে মীরা বাঈয়ের—

নিত নাহন্‌সে হরি মিলে ত জল-জন্তু হোই
ফল-মূল খাকে হরি মিলে ত বাদুরা বাঁদরাই।
তৃণ ভখনকে হরি মিলে ত মিলত মৃগী অজা
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলেত বহুত রহা হৈ খোজা।
দুধ পিয়েকে হরি মিলেত বহুত হৈ বৎস বালা
মীরা কহে বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দ-লালা ॥

অর্থাৎ রোজ নাইলে যদি হরি পাওয়া যেত, তাহলে মাছ প্রভৃতি জল জন্তু হরি পেত। ফল মূল খেয়ে পেলে বাদুড় বাঁদর এরা পেত। ঘাস খেয়ে পেলে ছাগলে হরিণে পেত। স্ত্রী ছাড়্‌লেই হরি পেলে খোজারা পেত। শুধু দুধ খেয়ে হরি মিললে বাছুর শিশু আগে পেত। কিন্তু মীরা বলেন বিনা প্রেমে তাঁকে পাওয়া যায় না।

শুধু বাহিরে বেড়িয়ে, ঘোরা ছাড়া আর কিছু লাভ নেই। কচি গাছ বেড়া দিয়ে রাখ্‌তে হয়, নইলে ছাগলে খেয়ে যাবে। পরে, গাছ বড় হলে হাতী বাঁধা যায়। স্থির হতে হবে—সন্তোষ সাধন সর্ব্বাগ্রে দরকার। তাঁকে যদি সবই দেওয়া হল,আবার অসন্তোষ নিজের জন্য রাখেন কেন? তাও তাঁকে দিন্‌ না। একে বলে "ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পনমস্তু"—সর্ব্ব কর্ম্ম তাঁকে দেওয়া।

ঈশ্বর প্রণিধান করুন, সব অশান্তি ক'মে যাবে। জানিয়েছেন বন্ধুর ঘর চুরি হয়েছে। বন্ধু কে? ঈশ্বরের প্রকাশ। বন্ধুর জিনিষ গুলি কি? সেও তাঁর প্রকাশ। আচ্ছা চোর কে? এও তাঁরই প্রকাশ। তবে কি হ'ল? একমাত্র তিনিই সব। সাপ হ'য়ে কামড়ায়, আবার ওঝা হ'য়ে ঝাড়ে। সবই আনন্দময়ের আনন্দের লীলা, তিনি হৃদয়ে থেকে সব করছেন। সু বা কু কিছুই নেই। সবই আনন্দময়। সুখে এবং দুঃখে তাঁর প্রকাশ, তাই সুখ বা দুঃখ ব'লে একটা কিছু আছে, নইলে ও ত বাতিক। ঈশ্বর প্রণিধান করুন, ও সব কিছু নয়। লক্ষ্মী হয়ে এখন নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে একটু অগ্রসর হ'ন, তারপর ও সব হবে, না হয় না হবে। সমস্ত শ্রীকৃষ্ণার্পনমস্তু; এই কথা, কি বলেন!

রাগ করবেন না। আপনারা বড় ভাল তাই যা তা বলি। পরকে কেউ কিছু বলে না—ঘরের লোকের সঙ্গে কোন্দল করে। আবার অভ্যাস ও খারাপ; লোককে যা তা বলি। এই দেখুন, অহঙ্কার যায় না। আপনি ছট্‌ফট্‌ করেন, আর মাথা ঘামতে আরম্ভ হয় এই শরীরের! "তোর কি বাপু? তুই চুপ কর্‌ না?" তখন বলে, "ওরা সব আপনার, ওদের ছাড়া যায় না।" আচ্ছা, আপনারা পরের ঘর করেন ত? সে রকম সবাই পরের ঘর করে। পর (অর্থাৎ স্বামী) যদি মনের মত হয়, তবে ভালবাসা যায়, তাহলে পরের ঘরের সবাইকে ভাল লাগে, কেমন? আপনারা সেই রকম "আমার পরের ঘরের", তাই আপনাদের

জন্ত প্রাণ কাঁদে। এ যেন রক্তের টান, নাড়ীর টান, তাই এত বলি,—তা কিছু মনে করবেন না।

কিন্তু দেখ্‌বেন যেন ঘরের কথা অন্যকে বল্‌বেন না,—"গ্রীষ্মকালে লেপ মুড়ি তার নাম জ্বর, আর ঘরের কথা বার করে তার নাম পর।" এই সব কথা অন্তরঙ্গ ব্যতীত বল্‌তে নাই। ছোট বয়সে বিয়ে হলে, মেয়েটা ভয় পায়, চেঁচায়, হয় ত বলে "আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও"। কত কাঁদে, মাথা খোঁড়ে, তাইব'লে বড় হ'লে কি এমন থাক্‌বে? তা থাক্‌বে না। তখন ভাইয়ের বিয়েতে নিতে এলে হয়ত বলবে "তাইত ভাই, একলা ঘর, শাশুড়ী বুড়ো মানুষ—" আসল কথা স্বামী! সেই রকম, কাঁচা ভক্তি যাদের, তাঁর ভালবাসা বুঝতে পারে না; চেঁচায়, আপত্তি করে। কিন্তু পরে ভক্তি পাক্‌লে ঐ ভাব আর থাকে না। আর কি বল্‌ব? একটু স'য়ে থাকুন। তাঁকে সমস্ত পদার্থে, সমস্ত ক্রিয়ায়, সমস্ত অনুভবে, দেখ্‌তে থাকুন। ঈশ্বর-প্রণিধান অভ্যাস হোক। তখন সব শান্তি।

মানুষ পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে কাজ করিয়াছে তার স্মৃতিগুলি ক্রমে সংস্কার হইয়া চিত্তে বদ্ধমূল হইয়াছে। সেই সব সংস্কার এক এক লোককে এক এক রকম করিয়া দেয়। আমরা বাল্যকাল হইতে শিখিয়াছি এটা গাছ, ওটা মাছ, ওটা ভাল এটা মন্দ, ইনি ধনী, উনি গরীব। কিন্তু যদি শিখিতাম, গাছেও তাঁর প্রকাশ, মাছেও তাঁর প্রকাশ, তাঁরই লীলা সব—হৃদয়ে তিনি বর্ত্তমান থাকিয়া এই সমস্ত করিতেছেন—তাহা হইলে যে-কোন ঘটনা দেখি না কেন, তাঁর কথাই মনে করাইয়া দিত। ক্রমে "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"—এই হইত। তখন কৃষ্ণময় সংসার দেখিতাম, কারণ সেইরূপ সংস্কার হইত। এখন ঐ রকম অভ্যাস করিতে হইবে, তবেই সংস্কার সাত্ত্বিক হইবে, এবং প্রাণ যাহা চায় তাহাই পাইবেন।

চিত্তশুদ্ধির রাস্তায় কখন কি হইবে, টেরও পাওয়া যাইবে না। এমন মনে করিবেন না যে, যাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেন সকলেই সিদ্ধ। এক-জনের ছেলে মরিলে অন্য লোকে বোঝায় "সংসার অনিত্য, কে কার,— ইত্যাদি"। আবার যে বুঝায় তার যখন ছেলে মরে, সে তখন সেই রকমই মাথা খোঁড়ে, বুক ঠোকে, তখন যাকে সে বুঝাইয়াছিল সে আবার বোঝায় "সংসার অনিত্য, শোক বৃথা, ইত্যাদি"। অনেক সময়ে এই ভাবেও ধর্ম্মের আদান প্রদান চলিয়া থাকে।

আপনাদের যে ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান দেওয়া হইয়াছে তাহা শুক্লাতিথি ও পূর্ণিমায় প্রশস্ত, অমাবস্যা বা কৃষ্ণাতিথিতে করা নিয়ম নয়। শক্তি-মন্ত্র হইলে কৃষ্ণপক্ষে প্রশস্ত। তবে আসল কথা ভক্তি। ভক্তির জোর থাকিলে তবে শুক্ল কৃষ্ণ আটকায় না। শাস্ত্রে বলে 'ভক্তিযোগাত্রকারণম্' ভক্তিই পূজাদির প্রধান উপচার ও কারণ,—তিথি বা অন্য কিছু নয়। তবে ও সব প্রথম প্রথম মানা ভাল। ফল ধরিলে ফুল আপনি ঝরিয়া পড়ে।

চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে প্রেম ভক্তি হয় না। একটা পদ ভাল লাগে লিখিলাম। ভাল জিনিষ একলা খাইতে নাই।

চাই নবীন মেঘ পানে তুয়া কথা পড়ে মনে
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন শালাতে যাই, তুয়া বধূ গুণ গাই
ধূঁয়ার ছলনা ধরি কাঁদি॥

মণি বা মাণিক নও আঁচলে বাঁধিলে রও
ফুল নও যে কেশে পরি বেশ।
নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণ নিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥

অগুরু চন্দন হ'তাম তুয়া সঙ্গে মাখা র'তাম,
খসিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
কি মোর মনের সাধ বামন হয়ে চাঁদে হাত
বিধি কি সাধ পুরাবে আমার ॥

এ সকল ভাব ভক্তির বিকাশ। বেশ সহজ ভজন।

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম-পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার কৃপালিপি যথাসময়ে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। এই অশান্তিময় সংসারের কোলাহলে সাধন-ভজন বুঝি আর হয় না। এত ঝঞ্চাটের মধ্যে থাকিয়া নিজেকে গড়িয়া তোলা যেন অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। দয়া করিয়া ইহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব। মাঝেমাঝে মনে হয় এই সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই এবং ভিক্ষা-দ্বারা জীবন যাপন করিয়া তাঁহার ভজনা করি। এ বিষয়ে আপনার কি মত তাহা জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

সাধনার প্রকৃষ্ট উপায় একলা থাকা। অর্থাৎ অবিরাম কর্ম্মের ভিতর অবিরাম বিরাম। বহু লোকের মাঝেও একা। নিজের ভিতর একটী দুর্গ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। যত গোলমাল, যত হাঙ্গামা সব বাহিরে থাকিবে, দুর্গের প্রাচীর ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সংসার দুঃখময়, অত্যন্ত গোলযোগ, বিপদ-আপদ পরিপূর্ণ। এখানে বাস করিতে হইলে ঐ দুর্গের আশ্রয়ে থাকিতে হয়। নতুবা এই সমস্ত ব্যাপারে সাধুকে চঞ্চল করিয়া তোলে।

স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারাই দুর্গ প্রস্তুত করিতে হয়। ব্যস্ত হইলে চলে না; ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। নারদ বলেন—ওঁ সুখদুঃখেচ্ছালাভাদি ত্যক্তে কালে প্রতীক্ষমানে ক্ষণার্দ্ধমপিব্যর্থং ন নেয়ম ॥ ৭৭ ॥ অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, লাভ, সমস্তই ভগবানের সমর্পিত। সাধকরা শুধু নীরবে সহিয়া যায়। সুখেও চঞ্চল হয় না, দুঃখেও হয় না। তারা বলে "ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"। সময় নষ্ট তারা করে না—সমস্ত ভগবানে অর্পিত কি না, তাই তাঁর নাম অনবরত জপ, আর কোন ঘটনা সম্মুখে আসিলে ঈশ্বর-প্রণিধান। ব্যস্ত ভাব যত দিন থাকিবে ততদিন তাঁর উপরে ভাল নির্ভর হইল না বুঝিতে হইবে। মনকে আবার কেহ কেহ বোঝায় "বাপু, তুমি যদি নিজের ইচ্ছামত সখ করিতে যাও, তবে তোমার অদৃষ্টে সুখ কোথায়? যাহা চাহিতেছ তাহা অমন লাফাইলে পায় না, শান্ত হইয়া থাক, দেখ তাঁর কি সুন্দর লীলা। কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম; সে এক রকম, অবার এক রকম নূতন ব্যাপার; এও সেই তিনি, সেও সেই তিনি; চুপ করিয়া থাক্না, দেখ্না মজা। তুই লম্ফ ঝম্ফ করিস্ না; আবার ভাবাভাবিই বা কেন? যাহয় হোক, তাঁর নাম করিয়া, তাঁর লীলা দেখিয়া, তাঁর জন্যই সব কিছু করিয়া, স্রোতের শেওলার মত পড়িয়া থাক্। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন—

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

অর্থাৎ ক্ষমী, সদাতুষ্ট, যোগী, দৃঢ়ব্রতী, জিতেন্দ্রিয়, মদর্পিত মনোবুদ্ধি যে ভক্ত, সে মম প্রিয়।

যে ক'দিন নিত্য কর্ম্ম বাদ পড়ে, তার বদলে একটু ক্রিয়া বাড়াইয়া দিলে সমান সমান ত হইবেই, বরং বেশী হইতে থাকিবে। সময়

কম থাকিলেও অন্য কাজের সময়ে মনে মনে জপ, ঈশ্বর-প্রণিধান, ভাল চলে। ও-সব পোষাকী ক্রিয়া নয় যে শুধু আসনে বসিয়া একা চক্ষু বুজিয়া করিতে হইবে। স্বাধ্যায় বা ঈশ্বর-প্রণিধান আটপৌরে (সর্ব্বদা ব্যবহারের)—যখন যেমন ভাবে ইচ্ছা ওদের ব্যবহার চলে। পরিশ্রমে, গলদ্ঘর্ম্মে, ওরা তখনও উপস্থিত। আবার আরামে শুইয়ে শুইয়েও ওদের পাওয়া যায়। এই দুইটি সাধনায় যে কত বাহাদুরী তাহার কি বলিব।

আপনার ঠাকুর লইয়া একটু ঝগড়ার সম্ভাবনা আছে। আপনার কালার নিন্দা সাহস করিয়া কেহ করে না। ভারি বজ্জাত। কখন্ কার কি ক্ষতি করেন ঠিক নাই! এ পক্ষের তত ভয় নাই;—সমুদ্রে শয্যা, শিশির দিয়া কি ক্ষতি করিবেন,—তাই একটু ভাল করিয়াই নিন্দা করিব। পরের কাছে কুৎসা করা অভ্যাস নাই; কালার ঘরের লোকের কাছেই বলি। যদি হতভাগার একটু সংশোধন হয়।

আপনার কালার জ্বালায় টেঁকা ভার হইয়াছে—জানিবেন। অমন শয়তান, অমন দুরন্ত দুনিয়ায় নাই, জানিবেন। ওঁর যে কোন্টা ভাল তা জানিনা। রং ত, বাপ, ঘরে আসিলে ঘর অন্ধকার হয়! তাতে অষ্টাবক্র মুনির ছোট ভাই, তিনটি বাঁকা, আহা কি রূপের বাহার! এ-দিকে চক্ষু টেরা,—ধন্য বাবা চেহারা তোমার,—আবার ঐ পোড়া মুখে হাঁসেন! ঠোঁট দুটি লাল, চারিদিকে কালো, যেন কেহ টীকা ধরাইয়া রাখিয়াছে। দাঁত যদি বাহির হয় সাদা সাদা, ঐ কালো রঙের মাঝে মনে হয় ঈশান কোণের ঘোর মেঘে বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে, ভয় করে বুঝি বা বজ্র পড়ে। রূপের কথা আর কত বলিব,—গুণেরও ত অন্ত নাই। এমন যে রাধা, একশ' বছর কাঁদালেন ঐ হতভাগা। নিজের মায়ের বুকে পাথর চাপালেন। অর্জ্জুনের কণ্ঠে লেগে ক্ষত্রিয় বংশটাই লোপ; নিজের বংশে বাতি দিতেও কাউকে

রাখলেন না। অমন ভয়ানক লোক আর দুটি নাই। ওঁর হাসি দেখলে গা জ্বলে, আপনাদের ওসব লোক যেন এ-দিকে না আসে টাসে, ভাল হবে না,—ও-সব লোকের সঙ্গ সন্ন্যাসীরা করে না। তাঁকে ব'লে দেবেন; আমি আর বল্‌ব না; পুঁথি বেড়ে যাবে। তবে এ শরীরের মাংস খাইয়াছে, আপনি বৈদ্য ডাকিবার ব্যবস্থা করিবেন, তাই এত লেখা। অমন দুরন্ত বাঁদর ঘরে থাকিলে পাড়ার লোকের জন্য বৈদ্য ব্যবস্থা করিতে হয় বই কি!

দেখুন, কর্ত্তার যখন ইচ্ছা হইবে তখনই আপনারা ভিক্ষা করিয়া খাইবেন। আগে আর ও-সব চঞ্চলতা কেন? বলিলেই কি হইল? ভিক্ষা করিয়া খাইয়া সাধন-ভজন করিবার মত অবস্থা হইয়াছে কি? ঘরে হয় না, মাঠে হইবে? জোর করিয়া কিছু করিবেন না যেন,—ও-সব কল্পনাও নয়। যখন যখন সন্ন্যাসী হইবার কথা মনে হইবে, নিজেকে মিলাইয়া দেখিবেন,—হাত পা কতটা ছাড়িয়া দিয়াছেন; নিজের স্বাধীন ইচ্ছা কতটা বাকি। নিজের ইচ্ছা যে দিন মোটে থাকিবে না, সেই দিন সন্ন্যাস—তার আগে নয়। সন্ন্যাসী আগে হইলে ঠকিতে হয়। কর্ত্তা যাহা করিতেছেন ভালর জন্যই,—এই টুকুও বিশ্বাস তাঁকে কি হয় না? তবে বৃথা আর কষ্ট করিয়া কি হইবে? তিনি যেমন করিয়া ভাল হয়, গড়িয়া-পিটিয়া তোলেন; আপনি কেন তাঁহাকে অবিশ্বাস করেন। তাঁর হাতে সব ছাড়িয়া দিন, নতুবা জ্বালা জুড়াইবে না।

অত্র কুশল, আপনাদের নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম-পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম, ভরসা করিতেছি আপনার সাহায্যে এই ভবসিন্ধু পার হইব। আপনার বাক্য আমরা বেদবাক্য বলিয়া

মনে করি। বাস্তবিক আপনাদের সাধু-বাক্যের মধ্যেই যথার্থ সত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাই প্রাণপণে সে বাক্য পালন করিবার চেষ্টা করি; এবং সেই সত্যবাণী বারবার পাইবার জন্য আপনাকে বিরক্ত করি। দয়া করিয়া আমাদের বন্ধুর সংবাদ দিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! গতকল্য আপনার চিঠী পাইয়াছি। আপনিও আপনার সখি আপনারা দু'জনেই বেশ, তাই একজনকে রাধারাণী একজনকে ললিতারাণী বলিতে ভাল লাগে,—আপনারা দু'জনেই ধন্যা। আবার আপনাদের সহিত পরিচিত হইয়া যেন ধন্য হইয়া গিয়াছি। আপনারা ভাগ্যবতী নিশ্চয়ই। আপনাদের সহিত যাহারা মিশে তাহারাও ভাগ্যবান। এ-সব কথার কথা নয়, সত্য কথা।

পরপারে যাইবার সাহায্য করিবার লোক ভালই চিনিয়া লইয়াছেন,—একে সাহায্য বলে বটে! সে কেমন জানেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইলেন, তাঁর ঝুলি বইবার, তাঁকে সেবা যত্ন করিবার, অনেক লোক তখন জুটিয়াছিল। আপনারও সাহায্যের জন্য কোন ভাবনা নাই। যে রাস্তায় চলিয়াছেন, ঝুলি বইবার লোকের ভাবনা হইবে না। তবে গদাধর প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের ঝুলি বহিত অনেক আশায়। এক তাঁকে ভালবাসিত, আর পরকালের রাস্তা হইবে বলিয়া। কর্ত্তার যতদিন ইচ্ছা, যেমন করিয়া যাহাকে দিয়া হোক, ঝুলি বহন করাইবার সাহায্য তিনিই করাইবেন। গদাধরের যে আশা এ হতভাগ্যদের আশাও তাই। তবে শেষে মনে রাখিবেন ত? সকলের ঝুলি বহন করিতে রাজি আছি। কিন্তু সেবক হিসাবে শেষে বেতন দিতে না ভুলিয়া যান।

যাঁহারা পূজা করেন তাঁহাদের যদি সময় কম হয়, তবে ফুল তুলিবার একটা লোক চাই। কিন্তু সে-বেটা চিনির বলদ। নিজে পূজা করে না। ফুল পৌছাইয়া দিয়া সে হয়ত মাছ ধরিতে যায়। এ-সকল লোকের অবস্থাও তাই। নিজে বিশেষ কিছু করে না, অথবা পারেও না; পরের সাহায্য করিতে পারে, তাও ঐ রকমের। আপনার যাহা নির্ম্মলতা তাহা অতি সুন্দর, জন্ম হইতেই আছে,—তাহার এককণা পাইলেই ধন্য মনে করিব। কে কাহাকে টানিবে?

আপনার যিনি বন্ধু তিনি ভাল আছেন। তাঁর কি রোগ আছে? খোসাটা মাঝে মাঝে বিগড়ায়,—বন্ধু আপনার ভালই থাকেন। ঘরের চালের খড় নাই বটে, দু' এক জায়গায় জলও পড়ে, কিন্তু ঘরের মালিক বেশ আছেন; খান দান আমোদ করেন, মজা লোটেন। আপনার বন্ধু এ গরীবেরও বন্ধু; তবে দু'জনে বড় ঝগড়া; আপনার বন্ধুকে একটু বলিয়া দিবেন যেন মিলিয়া মিশিয়া থাকেন। আপনার বন্ধুর বড় অভিমান; আর সহজে তাঁকে পাওয়া যায় না; বড় পায়া-ভারী। কি করি বন্ধুলোক, বলাও যায় না কিছু।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—,

প্রণাম-পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া বিমলানন্দ লাভ করিলাম। আপনি আমাদের যে নাম দিয়াছেন, আমরা কি তাহার যোগ্যা? শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত তুলনা দিয়াছেন, এজন্য বড় লজ্জিত হইয়াছি। তাঁহার তুলনা কি মানবে সম্ভব! মন বড় চঞ্চল, কত বুঝাই তথাপি বোঝে না। আমাদের জন্য আপনি কত কিছু করিলেন। আমরা আপনার জন্য কি করিলাম? বড় দুঃখ রহিয়া গেল।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! যাহা নাম দেওয়া গিয়াছে, আপনারা তাহার উপযুক্ত বলিয়াই; নতুবা অন্যকে ও নাম দিতে ইচ্ছা করে না। ও নাম ত আর বলা অভ্যাস নাই, আপনাদের মত পাত্রী দেখিয়া ঐ নাম দিয়াছি,—তবু ডাকা হয়। জিহ্বা খালি ভাল খাইতে চায়, আর কুকথা বলিতে চায়, রাধা নাম বলিতে চায় না। তাই তাকে সত্যকার রাধা দেখাইয়া দিলাম, তাতে যদি একবার বলে। কিন্তু তাও বলে না; সম্বোধন যে কি বলিয়া করিতে হইবে, তাই ভাবে। এ জিহ্বা এমন পাজি, ততোধিক পাজি মন। কেন বাপু, বলালেই ত জিহ্বা বলে,—মনের দোষ দিলেই বা কি হইবে, বুদ্ধি যদি মনকে বলিতে বলে, মন কি হুকুম না শুনিয়া পারে! আবার ভাবিয়া দেখিলে বুদ্ধিরও দোষ নাই। তার যেমন শিক্ষা (সংস্কার) তেমনই করিবে ত! চিত্ত আবর্জ্জনা পূর্ণ, বুদ্ধি সাত্ত্বিক হইবে কেমন করিয়া? চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে বুদ্ধি ভাল হইবে না। তারপর সর্ব্বনাশ হইয়াছে ঐ "আমি"র দ্বারা। এই যে "আমি" "আমার" বোধ, সেই জন্যেই সব গেল। সব যেদিন "তুমি" "তোমার" হইবে, "আমি" ও "তুমি" হইবে, সেই দিন যদি জিহ্বা রাধা বলে; নতুবা এ জীবন বৃথায় গেল। তবে ভরসা, যারা সদ্যঃফোটা ফুলটির মত সুন্দর, নির্ম্মল, পবিত্র,—তাঁর প্রেমের যথার্থ পাত্র,—তাঁদের দয়া "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা"। এই পবিত্র-চিত্ত যথার্থ ভক্তদের সঙ্গ করিলে (ক্ষণকালও) ভবপারের কাজ হয়। সেই ভরসাই ভরসা। নতুবা চিত্তে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হওয়া অসম্ভব; সব শুকাইয়া আছে। আপনার ঠাকুর যেন দয়া রাখেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তুলনা করিয়া কিছু অন্যায় করা হয় নাই। যাহারা

(ভক্তিতে মধুর ভাবে) সিদ্ধ তাঁহারা সকলেই গৌরাঙ্গ। আপনারাও তাই। সব ভিতরে রাধা,বাহিরে সাধারণ আবরণ। সেই রাধা "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" করে, আর কাঁদে। বৃন্দাবনে এক শ' বছর কেঁদেছিল। ওর কাঁদতেই জন্ম। তবে সে কান্না বড় সুখের। "বাহিরে জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণ প্রেমের অদ্ভুত চরিত"। সে সুখ ভক্তরাই জানেন। যদি একটু কান্নাও আসিত—পোড়া শুক্‌না চোখে জলও নাই! কুমীরের কি কান্না পায় ? যদি পায়, সে ত মায়া কান্না,—মানুষ খাইবার ফন্দী। 'মন বোঝে না তীর্থ করি, বৃথা কাজে ঘুরে মরি'। সবই ঘরে আছে, সবই ভিতরে নিজের কাছে।

ঈশ্বর-প্রণিধান চলিতে থাকুক, এবং অন্যান্য নিয়মগুলিও পালন হইতে থাকুক, আপনাদের চাষ-করা মই-দেওয়া ক্ষেত, সব হইয়া যাইবে। মন বোঝে না কেন? মনে স্থির জানিবেন, শুধু সন্ন্যাসে উপকার হয় না। চিত্ত-শুদ্ধি হইলে পরে সন্ন্যাস ব্যবস্থা। সন্ন্যাস চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতীত হইলে পতিতাশঙ্কা আছে। টান যদি বাড়ে তবে সব হইয়া যাইবে। তাঁর প্রতি টান যাহাতে বাড়ে তাই করিবেন। সর্ব্বদা, প্রত্যেকটি কাজে, প্রত্যেকটি ঘটনায় ঈশ্বর-প্রণিধান হোক, সব সুন্দর হইয়া যাইবে।

আপনার দুঃখ হয় যে, এ শরীরের জন্য কিছু করিতে পারেন নাই। দুঃখ কি ? যদি শেষকালে মনে রাখেন তাহা হইলেই হইবে।

অত্র কুশল। আপনাদের নিত্যকুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরকণমলেষু—

প্রণাম-পুরঃসর নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছি। ঠাকুর যদি আমাদের সন্ন্যাসী না করিয়া সংসারেই রাখিয়া দিলেন, তবে আর কি হইল? প্রাণায়ামের কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, এ-বিষয়ে বিধি-নিষেধ আরও যাহা আছে

তাহা দয়া করিয়া জানাইয়া বাধিতা করিবেন। রাজযোগ পড়িতে পারি কি না জানিতে বাসনা করি! মাঝে মাঝে ধ্যানের মূর্ত্তি বদলায় কেন? অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। আর একটা কথা নিবেদন করি। আমাদের স্বাস্থ্য এবং অল্প বয়স থাকিতে থাকিতে সন্ন্যাস লইলে ভাল হয় না কি? তারপর তীর্থ এবং বিদেশ ভ্রমণের জন্যও আমাদের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল হইতেছে। কি করিয়া এই সকল সাধ পূর্ণ হইবে, সেই কথাই কেবল মনে হয়।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! আপনার চিঠি পাইলাম। যাহারা সাধক তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? যে-কোন প্রকারে হৌক ভগবান লাভ করা। যে উপায়ে ভগবান লাভ হইতে পারে তাহাই করিয়া যাওয়া উচিত। শুধু মনে মনে যদি ইচ্ছা প্রবল থাকে যে, আমার ভালবাসার বস্তুকে পাইতেই হইবে, তাহা হইলেই ত অনেকটা কাজ হইল। তারপর যা নিত্যকর্ম্ম আছে তাহাতে প্রাণের সম্পূর্ণ সামর্থ্য দিয়া সম্পাদন করিয়া যাওয়া। সমস্ত দিন-রাত্রির সমস্ত চিন্তার দ্বারা, কাজে কর্ম্মে সকল অবস্থায় ঐ পূজা চলিতে থাকুক। যাঁহার বোঝা তিনি বহিবেন। সন্ন্যাসী হইব, কি গৃহী হইব, অত চিন্তার দরকার কি? কোন কিছু নিজে চেষ্টা করিয়া ঘটাইয়া তুলিবার দরকার নাই। যাহা তিনি দয়া করিয়া, বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়া দেন, সেইভাবে চলাই, সেই ভাবে থাকাই মঙ্গলজনক। এ-সকল কথা মনে পড়াইয়া দিলাম মাত্র, যাঁহারা ভক্তিমতী তাঁহারা বুঝিয়া লইবেন। তবে অনেক সময়ে বড় বড় সাধকেরও ভ্রম বা অধৈর্য্যের সংঘটন হয়, তখন তাহাকে মনে পড়াইয়া দিলে অনেকটা ফললাভ হয়। যাঁহাকে পাইলে সকল পাওয়ার

শেষ হয়, তাঁহাকে দীনাত্মা কোথায় পাইবে? তাঁকে যে পায় সে পায়, অন্য লোকে কেবল সে কথা শোনে।

প্রাণায়াম-দ্বারা ধ্যানের উপকার হয়। মন ক্রমে ধ্যানের উপযুক্ত হইয়া উঠে এবং ক্রমে মনের ময়লা নষ্ট হয়। কিন্তু যাঁহারা প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন, তাঁহাদিগকে খুব নিয়ম পালন করিতে হয়। যম, নিয়ম সাধন এবং পথ্যাপথ্য, পরিশ্রম ও বিশ্রাম, এ সবই খুব নিয়ম বাঁধিয়া করিতে হয়, নতুবা অসুখ বিসুখ হইয়া পড়ে।

রাজযোগ পড়ুন তাহাতে আপত্তি নাই, তবে দেখিবেন যেন ভক্তির ব্যাঘাত না হয়। কেবল বলের দ্বারা, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া, যাহারা যোগমার্গে যাইতে চায়, রাজযোগ যেন-তাহাদেরই জন্য। আরাধ্য দেবতা ছাড়িয়া দিয়া যোগ করা সম্ভবপর হইলেও, সকলের পক্ষে তাহা খাটে না। সেইজন্য আপনাকে ছয়-খানা দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। একবার কোন্ দর্শন কি বলিয়াছে জানিতে পারিলে তারপর আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন, এবং একবার স্থির হইয়া গেলে, আর নূতন কোন মত শুনিলে সহসা লক্ষ্যের পরিবর্ত্তন হইবে না। গীতা সমস্ত শাস্ত্রের একত্র সমাবেশ। গীতায় যাহা নাই, বেদে তাহা নাই, অর্থাৎ যাহা ন্যায়, যাহা সত্য, গীতার পূর্ব্বে যত মত ছিল, গীতায় তার সব আছে। সেইজন্য গীতা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে কতক জানা থাকা নিতান্ত দরকার। "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ"। অর্থাৎ গীতা উত্তমরূপে পড়া হইলে অন্য শাস্ত্রে কি আবশ্যক? যাহা হৌক, রাজযোগ এখন পড়িবেন না, বন্ধ থাকুক। আগে পাতঞ্জল সম্বন্ধে জানিয়া লউন, পরে পড়িবেন দোষ হইবে না। ক্রমে ক্রমে সব বলা যাইবে।

ছয়খানি দর্শন ও গীতার কথা বলিতে অন্ততঃ এক বৎসর কাল লাগিবে, বেশীও লাগিতে পারে। কাজকর্ম যেমন চলিতেছে চলুক,

এ সকল অবসর-মত পড়িয়া যাইবেন। পুনঃ পুনঃ পড়িতে হইবে নতুবা মনে থাকিবে না। আবার যেখানে যেখানে গীতার সহিত মিল আছে তাহা মিলাইয়া দেখিতে হইবে, তবে গীতা বুঝা যাইবে।

ধ্যান যাহা হইতেছে হোক, তাহার জন্য কিছু মনে করিবেন না। মনের ভাবের ব্যতিক্রম হইলে মূর্ত্তি মাঝে মাঝে বদলায়। যে মূর্ত্তি আসেন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কাছে আপন ইষ্ট দর্শনের অভিলাষ জানাইতে হয়। দেবতা সকলেই পূজণীয়, তাড়াইবার চেষ্টা করিবেন না, আপনিই সরিয়া যাইবেন। যাহা গোলমাল লাগে জানাইবেন, যথাসাধ্য উত্তর দিবার চেষ্টায় থাকিব। অজপা জপ অভ্যাস হইয়া গিয়া থাকিলেও সাবধান থাকিতে হয়, যেন আবার না ছাড়িয়া যায়। মনটা যেন সেই শব্দে বা সেই চিন্তায় সর্ব্বদা লগ্ন থাকে; অর্থাৎ অন্তরে যে জপ চলিতেছে মনটা তাহাতে যেন লাগিয়া থাকে। এ-সব অতি আনন্দের কথা, তবে আরও অনেক অগ্রসর হইতে হইবে; এখানে আসিলেই হইল না, যতদিন বাঞ্ছিত বস্তু লাভ না হয়, ততদিন বিশ্রাম নাই, এই কথা মনে রাখিবেন। আর একটু অগ্রসর হইয়া ধ্যানটা আয়ত্ত করিয়া লইলেই নিশ্চিন্ত। ধীরে ধীরে সব ঠিক হইয়া আসিবে।

মা, যৌবনে যোগিনী হইবার সাধ হইয়া থাকিলেও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত সন্ন্যাস কাহার হয়। দেহের কি সন্ন্যাস হয়? দেহ মৃত হয়, পরিবর্ত্তন হয়, পচে, গলে, সুতরাং দেহের আবার সন্ন্যাস কি? আর সন্ন্যাস দিলেও তাহাতে দেহের লাভ কি? দেহ ত জড়। সন্ন্যাস হয় দেহীর; যে দেহী যুবাও নয়, বৃদ্ধও নয়, যে স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়,—শুধু তাহারই সন্ন্যাস সম্ভব। যোগিনী যৌবনেও হওয়া চলে, বার্দ্ধক্যেও চলে। দেহীর সহিত দেহকে জড়াইয়া ধরিতেছেন কেন? যৌবনে যোগিনী সাজা বেশ সুখকর, একটা সখ মিটান, একটা খেলার মত।

কিন্তু সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য ত তা নয়। দেহী যখন বোঝে আমি নিত্য, আমি শুদ্ধ, আমি বুদ্ধ, আমি মুক্ত,—তখনই তার সন্ন্যাস হয়। দেহাভিমান যতক্ষণ, ততক্ষণ সন্ন্যাস ত নয়, মা! "আমি দেহ, আমার যৌবন; আমি এই যৌবনে যোগী হইব" ইত্যাকার বিচার করার নাম দেহাভিমান। সুতরাং আপনিই বিচার করিয়া বলিয়া দিন আপনার সন্ন্যাস লইবার সময় হইয়াছে কি না। এ ভার আপনাকে দেওয়া গেল।

তারপর বিদেশ ভ্রমণ করাও সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য নয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে বিদেশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। সন্ন্যাসীর "বসুধৈব কুটুম্বকম্"—পৃথিবীর সকলেই তাঁর আত্মীয়। বিদেশে ঘুরিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া অনেক ফল হয়, অনেক কাজ হয়, কিন্তু আপনি এখন প্রব্রজ্যা করিলে যা ফল হইবে, আর কিছু দিন অপেক্ষা করিলে আরও ভাল ফল হইবে। পৃথিবীর যত স্থানই দেখুন, স্বর্গরাজ্য দেখিলেও মনে হইবে—এই ত! এতে আর কি আছে? দূর হইতে যাহা শুনা যায় নিকটে গেলে সে বস্তু আর তেমন থাকে না। বিদেশ জিনিষও তাই, দূর হইতে শোনায় ভাল, কাছে গেলে আর তেমনটি থাকে না। সুতরাং বিদেশকে এখনও আশ্রয় করিবার সময় হয় নাই। সব দেশই যে দিন সুন্দর লাগিবে, বিদেশে বাস করার অবস্থা তখনই লাভ হইবে।

আবার, সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত না হইয়া সন্ন্যাস লওয়া যাইতে পারে না। সন্ন্যাস বড় শক্ত নিয়মের বাঁধন এবং যথেষ্ট উন্নতি না করিয়া সন্ন্যাস লইলে গোলমাল হইবার সম্ভাবনা থাকে। বিদেশ ভ্রমণ করিবার দরকার যদি হয়, তবে ভ্রমণ করাইবার কর্ত্তা যিনি, তিনি সে ভার আপনিই গ্রহণ করিবেন।

চিঠিতে অনেক অপ্রীতিকর কথার অবতারণা করিতে হইয়াছে। তা আমি স্বেচ্ছায় লিখি নাই, বাধ্য হইয়াই লিখিতে হইয়াছে। সেই সকলের জন্য আপনি আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিবেন। আপনার সহিত

দেখা হয়, এমন আশা করিলেও, কখন কিরূপে যে তাহা সম্ভব হইতে পারিবে তাহা বুঝি না। সাক্ষাৎকার যদি আবশ্যক হয়, হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। সে জন্য এখন চিন্তা করিবেন না। আর অধিক লিখিলাম না। আপনি নানাকারণে সকলের চাইতে সৌভাগ্যবতী। আপনাকে বুঝাইতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। সকল ভার আপনার উপরেই রহিল, যাহা হয় বুঝিয়া এবং সাবধান হইয়া করিবেন।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা। ইতি--

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু—

প্রণাম-পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিতা হইলাম। দীক্ষা লইবার জন্য মাঝে মাঝে মনটা ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এখন দীক্ষা নেওয়া উচিত কি না দয়া করিয়া জানাইবেন। মাঝে মাঝে তাঁকে প্রাপ্তি ছাড়াও আরও কত কি বাসনার উদয় হয়। কত চেষ্টা করি কিন্তু কিছুতেই সেগুলি বিনষ্ট হয় না। ইহার কারণ কি? জানাইলে ধন্যা হইব।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমো নারায়ণায়—

মা! আপনার পত্র পাইলাম। দীক্ষা ত লইবেন। জীবের জীবন যিনি দিয়াছেন ক্ষুধাও ত তাঁরই ব্যবস্থা; আবার আহারও তিনি দিয়াছেন। আপনার ভক্তি আছে এবং প্রাণের টানও রহিয়াছে; সুতরাং দীক্ষা হইতে কতক্ষণ? ক্ষুধা হইলেই আহার পাওয়া যায়। তবে ক্ষুধা কতক পেটের ক্ষুধা, কতক আবার চক্ষুর ক্ষুধা। পেটের ক্ষুধায় সকলেই খায়, চক্ষুর ক্ষুধায় খাইলে পেট ছাড়িয়া বসিয়া আছে—ডাক' ডাক্তার—বিভ্রাট বড় কম নয়! আবার

আর এক কথা, ক্ষুধা যদি সত্য সত্যই পায়, বেশ ত! একটু দেরী করিতে পারা যায় না কি? ক্ষুধা পাইলেও গৃহস্তেরা ধানটা রৌদ্রে দিয়া, ঘরটা ঝাঁট দিয়া, তারপর তেল মাখিয়া স্নান করে; শেষে আহার। সে আহারটাই লাগে ভাল; ডাঁটার চচ্চড়ি আর ভাত হইলেও তিন থালা আধ ঘণ্টায় সাবাড়। আর মেজ বৌয়ের অনুরোধে অথবা তাকে খাইতে দেখিয়া ছোট বৌয়ের যদি ক্ষুধা হয়, সে খাওয়া কেবল যন্ত্রণাদায়ক; কোথায় আচার, কোথায় তেঁতুল, তারই কেবল খোঁজ। সর্ব্বোপরি মনে রাখিবেন যাঁহার দেওয়া ক্ষুধা তাঁরই দেওয়া আহার। সব তাঁকে বলুন, তিনি যা ভাল হয় করিবেন।

কয়েক দিন আবার কর্ম্মের ফেরে আটক পড়া গিয়াছে। মরিলেও বুঝি সময় পাওয়া যাইবে না বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ এখনও কয়েক মাস এই ব্যবস্থা। তারপর আপনার দুষ্টু ঠাকুরটীর ইচ্ছা হয়, ত ছুটি; না হয় ত, ঘানি কাঁধে আর চোখে ঠুলি। সমুদ্রের ধারে বাস করিবার সময় কয়েকটী ছোট সঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। খেয়াল হইল, কয়েকটী আপনাকে পাঠাইলাম। ঐ সঙ্গে একটী পিতলের ওঙ্কার আছে; একখানি ছোট গীতাও আছে। হরে দরে হাঁটু জল; সবই পাগলামী! তবে ঐ গীতায় শ্রীভগবান নবম অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

যাঁরা তাঁর কাছাকাছি তাঁদের সম্বন্ধেও তাই; উপহার সামান্য, অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাঁহারা সুখী হন; পাগলামী ভাবেন না! এই ত কথা?

তারপর সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনিবেন? অর্থাৎ ষড়-দর্শন ও গীতা, এই সাত। দর্শন শাস্ত্রের ও উপনিষদের মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে গীতা ভাল বোঝা যায় না। আপনারা গীতা পড়েন, অনেক কথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছেন। সময় ও স্থানাভাবে বলা হয় নাই। চিঠিতে একে একে

বলিয়া যাইব, সেগুলি জানিয়া রাখিয়া গীতার সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে অনেকটা আনন্দ পাওয়া যাইবে, নিজের রাস্তা পরিষ্কার দেখা যাইবে। সামনের সপ্তাহ হইতে বলা আরম্ভ করিব, কি বলেন? কখন্ কি হয় শরীরের গতিক বলা ত যায় না? শুভস্য শীঘ্রম্।

আগাছার বৃদ্ধি আছেই, ও ত জানা কথা; ভাল গাছটিই শুখায়। কাঁটা গাছের গোড়া কাটিয়া দিলেও মরে না, দৈত্য সব রক্তবীজ! আজকাল সাধন ভজনের মধ্যে সাধন নিদ্রার, ভজন উদরের; দিনগত পাপক্ষয়। কলুর বলদের মত অনবরত ঘানি টানিতে হয়, সময় কোথায়? ঘানি না টানিলে কলু ছাড়ে কই? তাতে আবার চোখে ঠুলি। গরীবের এ-দশা হ'য়েই আসিয়াছে। নূতন কিছু বলিবার নাই, যে যত ডুব দিবে সে তত সুখ পাবে। ভাসিয়া সুখ নাই; ডুবাই সুখ। এখন কেবল ডুব; অনবরত নাম এবং নামের রসের ধারায় ডুব।

অত্র কুশল; নিত্য কুশল ভরসা। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণেষু —

প্রণামান্তে নিবেদন। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম এবং বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনারা সজ্জন ও অতি ভাল, তাই আমাদের মত অধমার প্রতি এত করুণা। চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্ত্তি স্থাপনের একান্ত বাসনা ছিল; কিন্তু দৈবক্রমে তাহাতে বাধা পাওয়ায় আর হয় নাই। এ-সব কেন হয়? যাক্, সময় ত অনেক আছে, পরে না হয় হবে।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমোনারায়ণায়—

মা! আপনার চিঠি পাইলাম। দেখুন, যাহারা লোক ভাল, দুনিয়াশুদ্ধ তাহাদের কাছে ভাল। সেটা তাদের গুণ কি দোষ, সে-কথা জানিনা। কিন্তু যদি সে মন্দ লোকদেরও ভাল বলিয়া প্রশংসা করিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে দুষ্টের বেশ মজাই, কেন না নিজের দোষ সে দেখিতে পায় না। পৃথিবীতে ত কেহ ভাল বলে না। আপনি একলাই একটু ভাল ভাল বলুন, তবু একটু আনন্দ হোক। মানুষের চক্ষুর ক্ষুধাই বিষম বিপত্তি, যখন দরকার নাই তখনও বলে খাই খাই, তারপর অসুখ। কেবল এক বিষয়েই এমন নয়, সকল ব্যাপারেই ঐ গোলমাল। মানুষ ক্ষুধায় খায়, খাক্; কিন্তু এত রকম ফোড়ন কেন? শীত লাগে কাপড় পরুক; তাতে এত রকম বাহার কেন?

চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, তাহাতে বাধা পড়ায় হয় নাই। ঐ সব তাঁরই রসিকতা, নতুবা বাধা পড়িবে কেন? ঐ রসিকতায় দুনিয়া চলিতেছে, দিতে গিয়া দেয় না, দিয়ে আবার কাড়িয়া নেয়, ঐ ত মজা। আপনার ঠাকুর দিব-রাত্রি ঐ কাণ্ড করিয়া বেড়ান —তাতে ভয় কি? তবু একজন বলিয়াছেন "ঐ ভয়ে মুদি না আঁখি। আঁখি মুদিলে পাছে তারা হারা হয়ে থাকি।" এত ভয় পাছে ভুলিয়া যাই, তাই দিবা-রাত্র নাম ধরিয়া থাকিতে হয়। জালের দড়ি হাত হইতে খুসিয়া গেলে যেমন জাল তুলিতে প্রাণ যায়, জলে নামিয়া সতের গণ্ডা ডুব মারিতে হয়, এও তেমনি। খবরদার যেন খেই না হারায়।

প্রাণায়ামের সময়টা খুব সাবধান থাকা দরকার। আসল কথা চিত্ত শুদ্ধি, প্রাণায়ামে সাহায্য করে মাত্র। রাস্তায় চলিবার জন্য লাঠি যেমন একটা অবলম্বন, এও তাই; নইলে ওটার কোন দরকার

নাই। ওটা লইয়া যাহাতে আসল বস্তু লাভ করা যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আপনারা ব্যস্ত হইবেন না, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কাজ হয় না। কেবল নিজেরা ব্যস্ত হইয়া নিজেদের অশান্তি আনা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর বিশ্বাস হারান এই লাভ।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

অর্থাৎ 'সুখ দুঃখ, লাভালাভ জয়-পরাজয় সমান করিয়া যুদ্ধ কর, এতে তোমার পাপ হইবে না।

দেখুন সময় আর কতই বা আছে। বয়স কত? কতদিন এই পৃথিবীতে কাটিয়া গেল? আর কখন যাইতে হইবে তারই বা স্থিরতা কি? করিলাম কি? এই যে সুখ, আনন্দ, এই যে সাংসারিক টান, প্রাণের জ্বালা, ভালবাসা, এই গুলি সঙ্গে যাইবে কি? এর পরের অবস্থা ভাবিয়াছেন কি? বোধ হয় ভাল করিয়া ভাবেন নাই। ভাবিয়া দেখিলে বেশ পরিস্কার বুঝিতে পারিবেন, কে কাহার। কাহার জন্য এ প্রাণের জ্বালা? কেন? কি দরকার? কি লাভ? অতঃপর কি করিলে ভাল হয়, কি করিলে শান্তি পাওয়া যায়, পরে যদি সমস্ত পৃথিবী না থাকে, আপনি একলাই থাকেন, তখন কি লইয়া থাকিবেন? ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? সংসারের সমস্ত কাজ তাঁর ভেবে করলে আর কোন গোল থাকে না। তুমিই সব, খেলতে দিয়েছ খেলচি, এ-সব আমার কিছুই নয়। তোমার খেলা ভাল ক'রে খেলব; কেন না, তাতে তোমার সুখ হবে। কিন্তু তবু এ খেলা; এতে ভুলব না। তুমি আমাকে শত ইন্দ্রের সম্পদই দাও, আর অষ্ট সিদ্ধিই দাও, আমি তোমারই; পথের ধুলায় আমাকে বসাও, কঠিন নির্য্যাতন আমার জন্য ব্যবস্থা কর, যাই কর, তুমি আমারই; তুমি নাথ, তুমি বন্ধু তুমি দয়িত, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।

অন্তর থেকে যে প্রেমের উৎস খুলে গেছে তার প্রত্যেক বিন্দু যেন তোমার দিকে ধায়, এক বিন্দুও যেন অন্য দিকে না যায়। সে উৎস যেন চিরকাল খোলা থাকে, সে উৎস বিশুদ্ধ কর, নির্ম্মল কর, সুন্দর কর, আর কোন প্রার্থনা জানি না। তুমি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও, নির্ম্মল প্রেম দাও, প্রেমের ব্যাকুলতা দাও। আমায় সব রকমে কাঙাল কর তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যে প্রেমে সাধক অমর হয়, আমায় তার এক বিন্দু দান কর, আমি আর কিছুই চাই না। হে প্রাণস্বরূপ! হে বন্ধু! হে নাথ! তোমার নিকট আমাকে তুলে নাও, তোমার সহিত যাহাতে মিলন হয় তাহা কর।

উদ্যমে ন হি সিধ্যন্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

চেষ্টা-দ্বারাই সমস্ত সিদ্ধি শুধু ইচ্ছা করিলেই সিদ্ধ হয় না। নিদ্রিত সিংহের মুখে কখনও হরিণ প্রবেশ করে না।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষম্ আত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

উদ্যোগী পুরুষসিংহের প্রতি লক্ষ্মী প্রসন্না হন, কাপুরুষগণ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া থাকে। দৈবকে হনন করিয়া আত্মশক্তিতে (নিজের ভিতরে যে ব্রহ্মশক্তি নিহিত আছে তাহা দ্বারা) পুরুষকার প্রদর্শন কর। যত্ন করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয় তবে দেখ তোমার কার্য্যে ত্রুটী নিশ্চয়ই হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু ! প্রণাম-পূর্ব্বক সেবিকার নিবেদন এই যে, প্রাণায়াম সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা হইতেছে। ইহা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে কিরূপ কার্য্য করে এবং বস্তু লাভের কি সাহায্য করে, জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। দয়া করিয়া জানাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীচরণারবিন্দে প্রণাম।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমোনারায়ণায়—

মা! আপনার পত্রের উত্তরে জানাইতেছি, প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য। প্রাণায়াম মন একাগ্র করিবার উপায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণের (নিশ্বাস প্রশ্বাসের) উপর নির্ভর করে বলিয়া, এবং মন ও প্রাণ পরস্পরের যোগ থাকায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ-দ্বারা প্রাণকে জয় করিতে পারিলে মনের একাগ্রতা জন্মে। একাগ্রতা জন্মিলেই যাহা চাই তাহা পাওয়া যাইবে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥

এই আত্মাকে (আরাধ্যকে) অনেক বেদ অধ্যয়ণ দ্বারাও পাওয়া যায় না; অনেক শাস্ত্র শ্রবণ করিলেও পাওয়া যায় না। ইনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তাহার নিকটই স্বরূপ প্রকাশ করেন।

অত্র কুশল। আপনাদের নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু। প্রণাম-নিবেদনমিদং। গুরুদেব! প্রণব জপের দ্বারা কি উপায়ে ধ্যান হইতে পারে তাহা সবিশেষ বুঝাইয়া কৃতার্থ করিবেন। আপনার দেহ কিরূপ আছে? আমাদের শতকোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমোনারায়ণায়—

মা! আপনার পত্র পাইলাম। প্রণব জপের শক্তি সম্বন্ধে আপনাকে জানাইতেছি—

প্রণবো ধনুঃ সরোহ্যাত্মা
ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং
শরবত্তন্ময়ো ভবেত॥

অর্থাৎ প্রণব ধনু-স্বরূপ, আত্মা শর-স্বরূপ, ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য। চাঞ্চল্য-বিহীন হইয়া প্রণব জপ করিতে করিতে আত্মাকে জ্যোতিতে ডুবাইয়া ফেলিবে। নিজেকে নিঃশেষ করিতে হইবে।

সকল বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখী করিয়া মনে যোজনা করিলে, ইহাই ধ্যান। দিবা-রাত্র কোন সময়েই যেন অভীষ্ট-চিন্তার বাধা না হয়। হয় ধ্যানে, নয় জপে, না হয় নামে, অথবা তৎসম্বন্ধীয় ক্রিয়া-কর্ম্মে

চিন্তায়, সৎসঙ্গে, সৎপুস্তক পাঠে সময় যেন অতিবাহিত হয়; অন্য কোন চিন্তা বা ইচ্ছা মনে যেন না আসে।

অত্র কুশল, নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু। গুরুদেব! আপনার পত্র পাইয়া পরম আনন্দিতা হইলাম। মনপ্রাণ বড়ই আপনার শ্রীচরণ দর্শনেরজন্য ব্যাকুল হইতেছে। কি করিয়া ঐ অভয় পদ দর্শন করিব দয়া করিয়া জানাইবেন। এবং কতদিনে মুক্তি লাভ করিয়া আপনার করুণার অধিকারিণী হইয়া জীবন মন সার্থক করিব? মুক্তি কাহাকে বলে, জানিতে ইচ্ছা হইতেছে; অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া জানাইবেন। মনে হয় আপনার দয়া হইলে সব হইবে। আর কি লিখিব। শ্রীচরণ-কুশল প্রার্থনা করি। শতকোটী ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন, এবং দয়া রাখিবেন।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমোনারায়ণায়—

মা! আপনার চিঠি পাইলাম। একটা খবর আছে। হয় চৈত্রের শেষে, না হয় বৈশাখের ১।২ তারিখে (কবে ঠিক বলা যায় না) একবার আপনার সখি-ঠাকুরাণীর দেশে যাইতে হইবে। এই রকম একটা কথাও দিয়াছি। কবে যাইব পরে জানিতে পারিবেন।

আপনার খুব ইচ্ছা হইতে পারে; কিন্তু আপনার বুদ্ধির ত অভাব নাই কাজেই একটু শান্ত হইয়া থাকিতে হইবে। বিনা গোলমালে, বিনা বাধায়, শান্ত ভাবে যদি দেখা হয়, তবে বেশ। সেখানে থাকা কিন্তু দুইদিন কি তিন দিন খুব জোর। তারপর আবার চলিয়া আসিতে হইবে। সময় বড় কম কি না। আপনার মন হয় ত এখন হইতেই চঞ্চল হইল, নয় কি? আচ্ছা, এমন মন কেন? একটু থামে না কি? এই বা কেমন কথা, বাপু?

খাওয়া-দাওয়া বেশ হিসাবে চালাইলেই ভাল হয়। সমস্তই হিসাবে ভাল। হিসাবের কড়ি লোকসান হয় না। বেশী কথা বলিলে মন চঞ্চল হয়, আর একটী দোষ, অকারণ অনেক বায়ু খরচ হয়। ইত্যাদি কারণে সন্ন্যাসী যোগীরা বেশী কথা বলিতে রাজী নয়। তবে যোগী বা সন্ন্যাসী অর্থ এই পোড়া কাঠ নয়। এ-সকল কেবল দোকানদারী। কেবল রংচং, সাজ পোষাক।

লাগিয়া থাকিতে পারিলে আর ভয় নাই। লাগিয়া থাকাই কাজ ; যে যত লাগিয়া থাকিতে পারে সে তত সুখ পায় ; সে তত অগ্রসর হয়। মুক্তির অর্থ, সিদ্ধির অর্থ, ত' ঐ। যে একেবারে ডুব মারিয়াছে আর আলাদা রয় না, সেই মুক্ত। লাগিয়া থাকবার চেষ্টা করার নামই সাধনা। যোগের অর্থও ঐ। একটার সঙ্গে অন্যটা লাগলে, তার নাম যোগ। যে লাগার পরে আর ছাড়াছাড়ি হয় না, বিষম জোড়া জুড়িয়া যায়, তার নামই সমাধি। যে সইতে পারে সেই জেতে। "যে সয় সে মহাশয়—যে না সয় সে নাশ হয়।" জানেন ত ?

আপনারা স্বভাবতঃই ফুল, আর এ-সব বুড়া-বয়সে যেন কাগজের ফুল তৈরী কর্‌বার চেষ্টা। একি ছাই হয় না! ঠাকুর যদি দয়া করেন ত আপনাদেরই করুন। আমাদের মত যারা, তাদের আপনারা দয়া করুন ; এই যথেষ্ট।

আর অধিক কি লিখিব। অত্র কুশল। আপনার নিত্য কুশল ভরসা করি। ইতি—

শিষ্যার পত্র—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

প্রণামান্তর নিবেদন। গুরুদেব! আপনার চিঠি পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। সমাধি লাভের উপায় কি ? এবং সাধনা পথের বিঘ্ন কি কি ?

দয়া করিয়া বুঝাইয়া শান্তিদান করিবেন। আমার শত-কোটী প্রণতি গ্রহণ করিবেন। শ্রীচরণ-কুশল প্রার্থনা করি।

ইতি সেবিকা

গুরুর পত্র—

ওঁ নমোনারায়ণায়—

মা! যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি বলেন—

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। ২৭।

তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্। ২৮।

সেই যে ঈশ্বর, ওঁ বা প্রণব তাঁহার প্রকাশক। এই ওঁ বা প্রণবের রূপ ও তাহার অর্থ ভাবনা (অর্থাৎ নিজ ইষ্ট ধ্যান) সমাধি লাভের উপায়।

কিরূপে সমাধি হয়?

ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ। ২৯।

উহা হইতে, অর্থাৎ প্রণব জপ হইতে, অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় ও যোগ-বিঘ্ন সমূহ নাশ হয়।

বিঘ্ন কি কি?

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতি ভ্রান্তিদর্শনা।

অলব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ। ৩০।

ব্যাধি—রোগ। স্ত্যান=জড়তা-হেতু কর্ম্মে অনিচ্ছা। সংশয়—সন্দেহ, বা ঐরকম ভাব। অবিরতি=বিষয়-ভোগ-ইচ্ছা। আলস্য—তামসিকতা-প্রযুক্ত কর্ম্মে অনিচ্ছা। অলব্ধভূমিকত্ব=সমাধি ভূমির অলাভ। প্রমাদ=সমাধি সাধনার সর্ব্বদা ভাবনা না করিয়া প্রমত্তভাবে অন্য বিষয়ে চিন্তা করা। ভ্রান্তি দর্শন=বিপর্য্যস্ত তত্ত্বজ্ঞান। অনবস্থিতত্ব—সমাধি ভূমি লাভ করিয়া তাহাতে চিত্তের প্রতিষ্ঠা না হওয়া।

তাঁর অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব মিশিয়ে ফেলবেন। দুনিয়া দূরে, বাহিরে

পড়িয়া থাকিবে। আর সর্ব্বদা তাঁর নাম মনে ধ্বনিত হ'তে থাকবে। ডুব দিতে হবে; রূপ-সাগরে তলিয়ে যেতে হবে। তবে আনন্দ, শান্তি তাঁকে লাভ।

ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি !! ওঁ শান্তি !!!



সত্য-সঙ্ঘের আদেশে কৌমুদী প্রেস হইতে শ্রীচণ্ডীচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত
২৫৯।১, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শ্রীশ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী মাতাজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, জামতাড়া।